german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Co-funded by the European Union

Implemented by:
giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

In cooperation with:

সোশ্যাল ল্যাবস

অংশগ্রহণমূলক সমস্যা সমাধানের অনুশীলন নির্দেশিকা

প্রকাশনা

ডয়েচে গেজেলশ্যাফট ফুর ইন্টারন্যাশনাল সুজামেনআরবাইট (জিআইজেড) জিএমবিএইচ

নিবন্ধিত কার্যালয়
বর্ন এবং এসবর্ন, জার্মানী

জিআইজেড বাংলাদেশ
পিও বক্স ৬০৯১, গুলশান ১
ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
টেলিফোন: +৮৮০ ৯৬৬ ৬৭০১ ০০০
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৫৫০৬ ৮৭৫৩
ইমেইল: giz-bangladesh@giz.de
ওয়েবসাইট: www.giz.de/bangladesh

প্রকল্প:
আরবান ম্যানেজমেন্ট অব ইন্টারনাল মাইগ্রেশন ডিউ টু ক্লাইমেট চেঞ্জ/ আরবান ম্যানেজমেন্ট অব মাইগ্রেশন এন্ড লাইভলিহুড (ইউএমআইএমসিসি/ ইউএমএমএল)

লেখক:
এন্টোনিয়া ব্রিল, অ্যাডভাইজর, ইউএমআইএমসিসি/ ইউএমএমএল, জিআইজিড বাংলাদেশ
চন্দ্রমনি চাকমা, কর্মসূচী কর্মকর্তা (এসডব্লিউভিসি), কারিতাস বাংলাদেশ
সৌরভ রোজারিও, ব্যবস্থাপক (এসডব্লিউভিসি), কারিতাস বাংলাদেশ
লরিয়েন কুইরোস, ইন্টার্ন, ইউএমআইএমসিসি/ ইউএমএমএল, জিআইজিড বাংলাদেশ

প্রচ্ছে, অলংকরণ ও মুদ্রণ:
পিক্সেল ভি কমিউনিকেশন

ছবি স্বত্ব:
জিআইজিড বাংলাদেশ, কারিতাস বাংলাদেশ

এই প্রকাশনাটি জার্মান ফেডারেল মিনিস্ট্রি ফর ইকোনমিক কো অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিএমজেড এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এর যৌথ অর্থায়নে প্রকাশিত হয়েছে। জিআইজিড বাংলাদেশ এবং কারিতাস বাংলাদেশ এই প্রকাশনার বিষয়বস্তুর জন্য যৌথভাবে দায়বদ্ধ।

সেপ্টেম্বর ২০২৩, ঢাকা, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

সংক্ষিপ্ত শব্দের তালিকা ২
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ৩
ভূমিকা ৪

অধ্যায়-১
কমিউনিটির ক্ষমতায়নে সোশ্যাল ল্যাবের ভূমিকা ৬

অধ্যায়-২
সোশ্যাল ল্যাবের টেকসই বাস্তবায়ন ১২
১. প্রস্তুতিমূলক পর্যায় ১৩
২. বাস্তবায়ন পর্যায় ১৫
৩. আগামী পর্যবেক্ষণ পর্যায় ১৭
৪. টেকসই সোশ্যাল ল্যাবের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার ১৮

অধ্যায়-৩
সোশ্যাল ল্যাবের সাফল্যের গল্প ১৯
মাঠ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা (সাফল্যের গল্প ১-৫) ২০-৩৩

অধ্যায়-৪
গুরুত্বপূর্ণ শিখন এবং সুপারিশ ৩৪
উপসংহার ৩৬
সংযোজন ৩৭

সংযোজন-১: সোশ্যাল ল্যাব এর কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ/ কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনের নির্দেশিকা
সংযোজন-২: প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরির নমুনা
সংযোজন-৩: আর্থিক খরচ পরিকল্পনা /অথবা বাজেট তৈরির নমুনা
সংযোজন-৪: সভার কার্যবিবরণীর নমুনা

সংক্ষিপ্ত তালিকা

সিবি- কারিতাস বাংলাদেশ

সিডিসি- কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি

ডিওএল- ডিপার্টমেন্ট অফ লেবার

ডিপিএইচ- ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং

ডিডব্লিওও- ডিপার্টমেন্ট অফ উইমেন অ্যাফেয়ার্স

ডিওয়াইডি- ডিপার্টমেন্ট অফ ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট

ডিএসএস- ডিপার্টমেন্ট অফ সোশ্যাল সার্ভিসেস

আরসিসি- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

কেসিসি- খুলনা সিটি কর্পোরেশন

এনজিও- নন-গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশান

আইএনজিও- ইন্টারন্যাশনাল নন-গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশান

এসডিজি- সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস

ইউএমআইএমসিসি- আরবান ম্যানেজমেন্ট অফ ইন্টারনাল মাইগ্রেশন ডউ টু ক্লাইমেট চেঞ্জ

ইউএমএমএল- আরবান ম্যানেজমেন্ট অফ মাইগ্রেশন এন্ড লাইভিলিহুড

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমত, আমরা বাংলাদেশের শহরাঞ্চলের জলবায়ু অভিবাসী এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নতির লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা বিভাগের সহযোগিতা এবং অবদানের **জন্য তাদেরকে জানাই আন্তরিক** ধন্যবাদ । তাদের ক্রমাগত **সহযোগিতা** ও অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া সোশ্যাল ল্যাবের প্রেক্ষাপট এখানে উপস্থাপন ও বাস্তবায়ন করা এবং সফলতার অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হত না।

আমরা সকল অংশগ্রহণকারী, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটির নেতৃবৃন্দ, কমিউনিটির স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ, স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ- খুলনা, রাজশাহী সিটি কপোরেশন, সাতক্ষীরা ও সিরাজগঞ্জ পৌরসভার মেয়রদের প্রতি প্রকাশ করছি সীমাহীন কৃতজ্ঞতা। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং **ফলপ্রসু** সহযোগিতা ছাড়া সোশ্যাল ল্যাবের সফল বাস্তবায়ন ও সাফল্য অর্জন সম্ভব হত না। ইউএমআইএমসিসি/ইউএমএমএল এর অংশীদারী শহরগুলোর অনানুষ্ঠানিক বসতিতে বসবাসকারী কমিউনিটির টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশগ্রহণমূলক সমাধান খুঁজে বের করা এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিকরণে তাদের সহযোগিতা,ধারণালব্দ জ্ঞান এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা এই ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

বিভিন্ন জিও, এনজিও এবং অন্যান্য সংস্থাসহ যারা সোশ্যাল ল্যাব প্রক্রিয়ায় সহায়তা এবং সহযোগিতা প্রদান করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আমরা যে কমিউনিটিগুলোতে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করি সে সমস্ত জণগোষ্ঠির জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে আপনাদের দক্ষতা, পরামর্শ, সহযোগিতা এবং নির্দেশনা সোশ্যাল ল্যাবের কার্যকারিতা এবং সফল বাস্তবায়নে ব্যাপকভাবে অবদান রেখেছে।

আপনাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং সহযোগিতা ছাড়া আমাদের এই অর্জন সম্ভব হত না। একইসঙ্গে, আমরা বাংলাদেশের অনানুষ্ঠানিক বসতিগুলোতে প্রাণবন্ত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক কমিউনিটি তৈরির দিকে রূপান্তরমূলক যাত্রা শুরু করেছি। আপনার প্রতিশ্রুতি এবং সহযোগিতা টেকসই উন্নযন এবং দীর্ঘস্থায়ী ইতিবাচক পরিবর্তনের পথ তৈরি করেছে। একইসঙ্গে এই কার্যক্রম চলমান রাখা, ইতোমধ্যে যে অগ্রগতি সাধিত করেছি তার উপর ভিত্তি করে সবার জন্য একটি উন্নত ভবিষ্যত তৈরি করার জন্য সহায়ক হবে।

পরিশেষে, শহরে বসবাসকারী জলবায়ু অভিবাসী এবং দরিদ্র্যদের জীবনকে উন্নত করার লক্ষ্যে আমাদের চলমান প্রচেষ্টায় অংশীদার হওয়ার জন্য **সংশ্লিষ্ট সকলের** প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ভূমিকা

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিকে ভবিষৎ টেকসই উন্নয়নের জন্য বড় ধরণের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং ৬৪ জেলার মধ্যে ৪০ জেলা এই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এ প্রেক্ষাপটে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমস্যা সমাধানে সোশ্যাল ল্যাব বিভিন্ন সরকারী বিভাগ, স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা, সংযোগ ও পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনে সহযোগিতা করে। মূল দলের সদস্য এবং কমিউনিটির স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে নিয়মিত সংলাপ কমিউনিটির সদস্যদের এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে জলবায়ু অভিবাসী ও শহরে স্থানান্তরিত জনবসতির জীবন-মান উন্নয়নের জন্য নানা ধরণের কার্যক্রম বাংলাদেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে আরবান ম্যানেজমেন্ট অফ ইন্টারনাল মাইগ্রেশেন ডিউ টু ক্লাইমেট চেন্জ (ইউএমআইএমসিসি)/আরবান ম্যানেজমেন্ট অফ মাইগ্রেশন এন্ড লাইভলিহুড (ইউএমএমএল) প্রকল্পটি জলবায়ু অভিবাসী ও হতদরিদ্র যারা শহরের অনানুষ্ঠানিক বসতিতে বসবাসরত তাদের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নে নিধারিত শহরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়ের তত্বাবধায়নে এটি বাস্তবায়ন করেছে। দি জার্মান ফেডারেল মিনিষ্ট্রি ফর ইকোনমিক কো-অপরেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট (বিএমজেড) ৫.৫ মিলিয়ন ইউরো এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইউ) ১১মিলিয়ন অর্থ ২০১৮-২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পটিতে অর্থায়ন করেছে। এই প্রকল্পের একটি কর্মসূচী হিসেবে সোশ্যাল ল্যাব একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া বা উদ্যোগ যার মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধরণের সম্পৃক্তকরণ, সমস্যা-চিহ্নিতকরণ, এবং নতুন চিন্তা-ধারার সাথে যুক্ত হওয়া, সম্ভাব্য সম্পদের উৎস খুজে বের করা এবং ধারণালব্ধ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নির্ধাররিত শহরে অনানুষ্ঠানিক বসতিতে বসতিদের জীবনমানের উন্নয়ন তরান্বিত করা। মূল সমস্যাগুলি চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলো সমাধানের লক্ষ্যে, সমস্যাগুলোকে অংশগ্রহণমূলকভাবে অগ্রাধিকার দিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে ।

সোশ্যাল ল্যাব পদ্ধতির উপর এই হ্যান্ডবুকটি তৈরির উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিত করা এবং তা সমাধানের উপায় খুজে বের করা, সমস্যা সমাধান এবং সহযোগিতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ব্যক্তি, সংস্থা, কমিউনিটি, স্থানীয় সরকার, বিভিন্ন সংস্থা এবং সোশ্যাল ল্যাবের শক্তিকে কাজে লাগাতে আগ্রহী গবেষকদের একটি বিস্তৃত এবং ব্যবহারিক নির্দেশিকা প্রদানের মাধ্যমে ইতিবাচক এই অনুশীলনগুলো চলমান রাখা। এই ধরনের একটি হ্যান্ডবুক সোশ্যাল ল্যাব পদ্ধতির জন্য একটি মূল্যবান সম্পদ হিসাবে কাজ করবে। সোশ্যাল ল্যাবের বিভিন্ন ধাপের নির্দেশাবলী, কেস স্টাডি এবং গুরুত্বপূণ অনুশীলনগুলো প্রদান করার মাধ্যমে অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এবং পৌরসভা গুলোতে একই পদ্ধতি অনুসরণের কাজে ব্যবহার করা যাবে। এটির লক্ষ্য হল সোশ্যাল ল্যাবগুলোকে কার্যকরভাবে চলমানরাখা এবং সহজতর করার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং সরঞ্জামের সাহায্যে ব্যবহারকারীদের ক্ষমতায়ন করা, আন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতা বাড়ানো এবং পদ্ধতিগত পরিবর্তনকে উৎসাহিত করা। হ্যান্ডবুকটি সমাজের প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপটে ইতিবাচক, টেকসই উন্নয়নে একটি গতিশীল প্রক্রিয়া হিসাবে সোশ্যাল ল্যাব পদ্ধতি প্রয়োগে সহায়তা করবে।

কারিতাস বাংলাদেশ এবং জিআইজেড বাংলাদেশ এর ইউএমআইএমসিসি/ইউএমএমএল প্রকল্পের সহযোগিতায় তৈরি করা এই হ্যান্ডবুকটি সম্ভাব্য অংশীদারদের সোশ্যাল ল্যাবের সফল বাস্তবায়ন এবং দীর্ঘমেয়াধী কার্যক্রম প্রক্রিয়া জানার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে। কারণ দারিদ্র্য হ্রাস এবং দীর্ঘমেয়াদে কমিউনিটিগুলোর বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে এসব উদ্যোগের প্রতি দায়বদ্ধতা তৈরী এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য এই প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে সম্মুখধারণা অর্জন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সোশ্যাল ল্যাব অংশগহনকারীদের হ্যান্ডবুকটি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে?

সোশ্যাল ল্যাব প্র্যাকটিশনারস হ্যান্ডবুক হল প্রশংসিত প্রসিদ্ধ কমিউনিটি সোশ্যাল ল্যাবের কার্যকর প্রস্তুতি, বাস্তবায়ন এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বিস্তৃত নির্দেশিকা।

এটিকে তিনটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে: প্রথমত, সূচনা অধ্যায়টিতে কমিউনিটির ক্ষমতায়নের ধারণা এবং কীভাবে সোশ্যাল ল্যাব এতে অবদান রাখে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, নির্দেশনামূলক অধ্যায়টিতে সোশ্যাল ল্যাব তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ধাপে ধাপে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, পাঠকের সুবিধার্থে এখানে স্পটলাইট বাক্স দ্বারা মূল তথ্যের সংক্ষিপ্তসার দেয়া হয়েছে। তৃতীয়ত, সফলতার গল্পের অধ্যায়টিতে মাঠ পযায় থেকে উদাহরণ প্রদানের মাধ্যমে কীভাবে সোশ্যাল ল্যাব ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের বিভিন্ন কমিউনিটিতে সমাজ-চালিত সমাধানে অবদান রেখেছে তা দেখানো হয়েছে।

সবুজ তথ্য ছকে সোশ্যাল ল্যাবগুলোর সংশ্লিষ্ট সাফলতার গল্পের পরিপ্রেক্ষিতে অর্জিত সামগ্রিক ইতিবাচক প্রভাবগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। চতুর্থত, উপসংহার অধ্যায়টিতে ইউএমআইএমসিসি ও ইউএমএমএল প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত মূল শিক্ষণ এবং সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হয়েছে।

হ্যান্ডবুকটির একদম শেষে একটি পরিশিষ্ট অংশ রয়েছে যাতে টেমপ্লেটের একটি সারি রয়েছে যাতে পাঠকরা তাদের নিজস্ব প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন অনুসারে সামঞ্জস্য করতে পারে এবং সোশ্যাল ল্যাব পদ্ধতির প্রতিলিপিতে ব্যবহার করতে পারে।

যেহেতু বাংলাদেশে সোশ্যাল ল্যাবগুলোর পাইলটিং করা হয়েছে, সেহেতু হ্যান্ডবুকটিতে নির্দিষ্ট জাতীয় এবং স্থানীয় কর্মী, প্রয়োজনীয় নথি, বা স্থানীয় চ্যালেঞ্জসহ নির্দিষ্ট দেশের তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে যা অন্যান্য প্রসঙ্গের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে। সক্রিয় পাঠককে এই হ্যান্ডবুকটির বিষয়বস্তুগুলোকে তাদের নিজস্ব দেশ বা কমিউনিটির প্রেক্ষাপটে সোশ্যাল ল্যাব পদ্ধতির কার্যকরী প্রতিলিপি করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

অধ্যায়-১

কমিউনিটির ক্ষমতায়নে সোশ্যাল ল্যাবের ভূমিকা

১.১ কমিউনিটির ক্ষমতায়ন কি?

সামাজিক ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা, বৈষম্য হ্রাস এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কমিউনিটির ক্ষমতায়নকে একটি মৌলিক পদ্ধতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটির মূল লক্ষ্য হল বাহিরের এক্টরদের থেকে ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভারসাম্যকে নীতি ও উদ্যোগের দ্বারা সুবিধাভোগীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এবং সার্বিক মঙ্গলের জন্য তাদের কাছে স্থানান্তর করা। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়নের লক্ষমাত্রা-২০৩০ দৃঢ়ভাবে সব স্তরে অন্তর্ভুক্তি এবং অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে (এসডিজি-১৬) এবং প্রানবন্ত এবং টেকসই নগর এলাকা (এসডিজি-১১) নির্মাণে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিউনিটির ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেয়।

১.২ সোশ্যাল ল্যাবের প্রয়োজনীয়তা

সোশ্যাল ল্যাব হল একটি উদ্ভাবনী সমাধান যা জটিল সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি সহযোগিতামূলক এবং সহ-সৃষ্টির পদ্ধতি প্রদান করে কমিউনিটির ক্ষমতায়নে অবদান রাখার প্রস্তাব করে। সোশ্যাল ল্যাবগুলো বিনিময় প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে, যেখানে স্থানীয় মূল অংশীদারেরা কার্যকর সমাধানের জন্য অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তৈরি করে একটি কমিউনিটির প্রধান প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করতে একত্রিত হয়। এই পরিকল্পনাগুলি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় পর্যায়ের বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত অংশীদারদের সহায়তার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। বাংলাদেশের শহর অঞ্চলে অনানুষ্ঠানিক বসতিগুলির বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জটিল আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় সোশ্যাল ল্যাব বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশে নগরায়ন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলে অনানুষ্ঠানিক শহরে জনবসতি যেখানে বিশুদ্ধ পানীয় জল বা বিদ্যুতের মতো পর্যাপ্ত মৌলিক সুবিধা নেই। পর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং মৌলিক সামাজিক পরিষেবাগুলো থেকে বঞ্চিত এই কমিউনিটিগুলোর বাসিন্দারা জীবন যাত্রার নিম্নমান ও দৈনন্দিন নানান চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে থাকেন। জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে তাদের বেশিরভাগেরই প্রধান প্রধান সমস্যাগুলোর মূল কারণ চিহ্নিত করা, সমাধানের পথ খুঁজে বের করা, যৌথভাবে সাংগঠনিক পরিকল্পনা গ্রহণ, ও তা বাস্তবায়নে যথেষ্ট দক্ষতার অভাব রয়েছে।

এই পটভূমিতে, ইউএমআইএমসিসি/ইউএমএমএল প্রকল্পে দেখা গেছে যে বিভিন্ন পরিষেবা প্রদানকারী এবং অন্যান্য অংশীদারদের (যেমন: বিভিন্ন সরকারী বিভাগ, এনজিও বা বেসরকারী সেক্টর) ছাড়াও কমিউনিটিগুলো তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলি সমাধানের জন্য তুলনামূলক সুবিধা ও সহযোগিতা পেয়ে থাকে।

চ্যালেঞ্জগুলির ব্যবধান কমাতে 'সোশ্যাল ল্যাব' নামে একটি কমিউনিটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। একটি সোশ্যাল ল্যাব একটি মূল দল (কোর টিম) দ্বারা গঠিত হয় যাতে সংশ্লিষ্ট অনানুষ্ঠানিক কমিউনিটির প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার সংস্থার বিভিন্ন বিভাগের অংশীদার, সংশ্লিষ্ট এলাকায় কর্মরত স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা, সাংবাদিক এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং কমিউনিটির স্বেচ্ছাসেবকরা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

এই মূল দলের এবং কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য প্রথমে কমিউনিটির বিদ্যমান সমস্যাগুলি চিহ্নিত করতে এবং আলোচনা করতে পর্যায়ক্রমে মিলিত হন। এর পরে তারা সংলাপের মাধ্যমে কমিউনিটির চলমান প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করেন, সমস্যাসমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তালিকা তৈরী করেন এবং নির্ধারিত সমস্যার সমাধান চিহ্নিত করে একটি অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। পরিশেষে, সোশ্যাল ল্যাবে অংশগ্রহণকারী সদস্যগণ একটি কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করে সংশ্লিষ্ট সরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের কাছে একটি প্রস্তাবনা আকারে জমা দেওয়া হয়। সম্মিলিতভাবে এই অংশগ্রহনকারীরা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং চিহ্নিত সমস্যাগুলি সমাধান করতে সহায়তা করে।

সোশ্যাল ল্যাবের কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকরা কমিউনিটির সমস্যাগুলোকে সমাধান করতে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কমিউনিটি বাসিন্দাদের এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মধ্যে দৃশ্যমানতা এবং সচেতনতা বাড়াতে অ্যাডভোকেসি এবং নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। সোশ্যাল ল্যাব সদস্যদের সক্ষমতা তৈরি করতে, রাজনৈতিক এজেন্ডায় কমিউনিটির সমস্যাগুলো উত্থাপন করতে এবং ক্রমাগত দাবীর মাধ্যমে কমিউনিটির সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য প্রক্রিয়াগুলিকে ত্বরান্বিত করতে অ্যাডভোকেসি এবং নেটওয়ার্কিং একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

১.৩ সোশ্যাল ল্যাব কীভাবে কমিউনিটির ক্ষমতায়নে অবদান রাখে?

সোশ্যাল ল্যাবকে গতিশীল প্ল্যাটফর্ম হিসাবে আটটি মূল প্রভাব মাত্রা জুড়ে সহযোগিতা, শেখার, উদ্ভাবন এবং সম্মিলিত পদক্ষেপের মাধ্যমে কমিউনিটিকে শক্তিশালী করে:

১. অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণ: সোশ্যাল ল্যাবগুলোকে এমনভাবে গঠন করা হয়েছে যেখানে বিভিন্ন অংশীদারসহ কমিউনিটির সদস্যরা সমস্যা সমাধান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এই অন্তর্ভুক্তি সমস্যাগুলির দ্বারা সরাসরি সুবিধাভোগীদের কণ্ঠস্বর এবং দৃষ্টিভঙ্গি শোনা এবং বিবেচনা করা নিশ্চিত করে।

২. সমাধানের সৃষ্টিশীল চিন্তাধারা: সোশ্যাল ল্যাব সৃষ্টিশীল চিন্তাধারাকে উৎসাহিত করে, যেখানে কমিউনিটির সদস্যরা, বিশেষজ্ঞ, সরকারী প্রতিনিধি এবং অন্যান্য অংশীদারদের সাথে কমিউনিটির চ্যালেঞ্জগুলোর গঠনমূলক সমাধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করে। এই পদ্ধতি তাদের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে দিক-নির্দেশনা প্রদান ও ক্ষমতায়িতকরণে সহায়তা করে।

৩. শিখন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি: কমিউনিটিগুলো তাদের চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে ভবিষ্যতের প্রতিবন্ধকতা দূরকরণে কার্যকরি উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

৪. কাঠামোগত চিন্তা বা পদ্ধতিগত ভাবনা: সোশ্যাল ল্যাবস অংশগ্রহণকারীদের একটি কাঠামোগত চিন্তা বা পদ্ধতিগত ভাবনা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে, যা কমিউনিটিগুলো বিশেষ করে সহযোগী অংশীদারদেরকে জটিল সমস্যাগুলির মূল কারণগুলি এবং এর ধরণ ভালভাবে বুঝতে সম্মুখ ধারণা প্রদান করে যা সামগ্রিকভাবে টেকসই উন্নয়নকে গতিশীল করে।

৫. পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অভিযোজন: সোশ্যাল ল্যাব নতুন ধারণা এবং পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অভিযোজন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে শিখনমূলক পরিবেশ ও প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করার সক্ষমতা তৈরীতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৬. রিসোর্স মোবিলাইজেশন: সোশ্যাল ল্যাব পর্যাপ্ত দাতা এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সনাক্তকরণের মাধ্যমে সমাজে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য আর্থিক সহায়তা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতাসহ রিসোর্স মোবিলাইজেশন করতে সহায়তা করতে পারে। রিসোর্স মোবিলাইজেশন কেবল কমিউনিটিগুলোকে তাদের ধারণা এবং উদ্যোগের উপর পদক্ষেপ নিতেই নয়, বরং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, সরকারী প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা এবং ধারাবাহিক সহযোগিতার জন্য অন্যান্য কমিউনিটির মতো অংশীদারদের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করতেও সক্ষম করে তোলে।

৭. পলিসি এডভোকেসি: সফল সোশ্যাল ল্যাব উদ্যোগ স্থানীয়, আঞ্চলিক বা এমনকি জাতীয় পর্যায়ে নীতি পরিবর্তনকে প্রভাবিত করতে পারে। পলিসি এডভোকেসির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের কার্যকরী ফলাফল পাওয়া যায় এবং কমিউনিটিগুলো তাদের প্রভাবিত করে এমন নীতিগুলোর উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে।

৮. কমিউনিটির অংশীদারিত্ব: সবশেষে, সোশ্যাল ল্যাবস কমিউনিটির সদস্যদের মধ্যে অংশীদারিত্বের অনুভূতি সৃষ্টি করে। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিউনিটিগুলো সোশ্যাল ল্যাবের মাধ্যমে শুরু হওয়া পরিবর্তনগুলোকে টিকিয়ে রাখে এবং যা স্থায়ীত্বশীল পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করে।

১.৪ সোশ্যাল ল্যাবের প্রকৃত সুবিধাভোগী কারা?

সোশ্যাল ল্যাব মৌলিকভাবে সরকার, সুশীল সমাজ, বেসরকারী খাত এবং একাডেমিয়াসহ উন্নয়ন সহযোগিদের দ্বারা সক্রিয় করা হয়, তারা সকলেই বাস্তবায়ন সাফল্যের সব স্তরে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে কারণ তারা ধারণাগুলি অনুশীলনে জ্ঞান ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে এবং রূপান্তরের জন্য আর্থিক উপায় সরবরাহ করে। ধারণাগুলি অনুশীলনে যারা অবদান রাখেন, যেমন: সমাজসেবা অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পৌরসভাসহ কমিউনিটির সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীরা।

- **পাবলিক অ্যাক্টর** হল সরকারী বিভাগ বা স্থানীয় সরকার, যেমন সমাজসেবা অধিদপ্তর (ডিএসএস), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (ডিওয়াইডি), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (ডিডব্লিউএ), জনস্বাস্থ্য বিভাগ (ডিপিএইস), শ্রম বিভাগ (ডিওএল), পৌরসভাসহ কমিউনিটির সুবিধাভোগীরা। যারা মূল দলের সদস্য এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সোশ্যাল ল্যাব সংলাপে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। তারা তাদের বিভাগের সাথে সম্পর্কিত চিহ্নিত সমস্যাগুলোর সমাধানে অবদান রাখার জন্য সহযোগী হিসাবে ভুমিকা রাখে। জনগণ ও নীতিনির্ধারকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে, এবং কমিউনিটির সমস্যাসমাধোনে উদ্যোগগ্রহণে সংশ্লিষ্ট সকলেকে একত্রিত করে। তাদের এজেন্ডায় কমিউনিটিরর উদ্বেগগুলোকে তুলে ধরার জন্য একত্রিত করা যায়। অতএব, সোশ্যাল ল্যাবগুলোর জন্য কার্যকর ফলাফল অর্জনের জন্য পাবলিক অ্যাক্টরদের ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

- **সুশীল সমাজ,** কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি) নেতৃবৃন্দ এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলররা হচ্ছে জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা। সুশীল সমাজ, গোষ্ঠী , কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটির (সিডিসি) নেতারা এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলররা হলো প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা যারা জনগণের জন্য নিযুক্ত থাকে। তারা সামাজিক ল্যাবকে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমে স্থানীয় উদ্ভাবন এবং সৃজনশীল সমাধানের কেন্দ্রে পরিণত করে। 'সুশীল সমাজ' হিসেবে এমন কোনো ব্যক্তিকে বিবেচনা করা যেতে পারে যিনি সর্বস্তরে সমস্যা সমাধান করতে অনুপ্রাণিত হন। তিনি একজন ব্যক্তি বা কোনো মেডিকেল কোম্পানি বা অন্য যে কোনো কোম্পানিও হতে পারে যারা স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করে যেমন: মাসিকের বা ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি পরিচর্যার জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ করে থাকে। 'সিডিসি সদস্যরা' সোশ্যাল ল্যাবের মাধ্যমে কমিউনিটির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সাথে কমিউনিটির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে।

- **বিশ্ববিদ্যালয়,** গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সংস্থাসহ একাডেমিয়া বা থিঙ্ক ট্যাঙ্কস সোশ্যাল ল্যাবের কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং দৃশ্যমানতা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এটি সমালোচনামূলক গবেষণা, যেখানে বিভিন্ন তথ্য বিষয়ক সূক্ষ দৃষ্টি নিয়ে এবং একটি বহুবিভাগীয় দৃষ্টিকোণ থেকে কীভাবে জটিল সামাজিক চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করা যেতে পারে তার বর্ণনা থাকে। একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সম্ভাব্য অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সোশ্যাল ল্যাব গবেষক এবং শিক্ষার্থীদের কাছে প্রবেশাধিকার পেতে পারে যারা আবার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদ্ভাবনী সমাধানগুলোতে অবদান রাখতে পারে। এছাড়া, একাডেমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলোকে অবহিত করতে এবং সামাজিক সমস্যাগুলোর জন্য কার্যকর কৌশল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য কমিউনিটির সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করতে পারে।

- **বেসরকারী বা প্রাইভেট অ্যাক্টর,** ব্যক্তি বা সংস্থা যা ই হোক না কেন (যেমন এনজিও, প্রযুক্তি কোম্পানি, ইত্যাদি), চিহ্নিত সমাধান বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য। তারা আর্থিক সংস্থান, বিষয়-বস্তুর দক্ষতা, বা উদ্ভাবনী প্রযুক্তির অবদানের মাধ্যমে উদ্যোগগুলোকে স্থায়ী করতে সহায়তা করে এবং কমিউনিটিগুলোতে স্পনসর বা দাতা হিসাবে কাজ করে। বেসরকারী এক্টররা সোশ্যাল ল্যাব সদস্যদের দ্বারা প্রস্তাবিত একটি নির্দিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আবেদনগুলো গ্রহণ করে।

অধ্যায়-২

সোশ্যাল ল্যাবের টেকসই বাস্তবায়ন

২.১ সোশ্যাল ল্যাব পদ্ধতি কি?

জিআইজেড বাংলাদেশের সহযোগিতায় কারিতাস বাংলাদেশ শহরের অনানুষ্ঠানিক বসতির দরিদ্র মানুষেদের তাদের নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য সোশ্যাল ল্যাব পদ্ধতি (এসএলএম) অনুশীলন করেছে। পদ্ধতিটি একটি কাঠামোগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, অংশীদারদের সম্পৃক্ততা, তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ ইত্যাদি কাজগুলো করে। সবশেষে পদ্ধতিটি এমন অংশীদারদের চিহ্নিত করে যাদের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পূর্বে অগ্রাধিকার দেওয়া সমস্যার সমাধান নিয়ে আসে। সোশ্যাল ল্যাব পদ্ধতি (এসএলএম) একটি নিয়মিত পরামর্শ এবং শিখন প্রক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে উন্মুক্ত সংলাপ, পুনরাবৃত্তি, এবং অভিযোজনে উৎসাহিত করে। এখানে একটি মূল দল কমিউনিটির সমস্যাগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে সমাধানগুলো তরান্বিত করতে সংলাপগুলো পরিচালনার কাঠামোগত প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দেয়। এইভাবে সোশ্যাল ল্যাব পদ্ধতি অনুসরণ করে কোর টিম স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে নিয়ে সংশ্লিষ্ট বস্তিগুলোতে কমিউনিটি পর্যায়ে সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারে। সোশ্যাল ল্যাবের মূল লক্ষ্যই হল জটিল চ্যালেঞ্জগুলোকে যৌথ এবং উদ্ভাবনী উপায়ে মোকাবেলা করা, সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথাগত পদ্ধতির বাহিরে গিয়ে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই ফলাফলকে উৎসাহিত করা।

২.২ সোশ্যাল ল্যাব পদ্ধতি: পর্যায়ক্রমিক নির্দেশিকা

চিহ্নিত কমিউনিটির সমস্যাগুলো সমাধান করতে ইউএমআইএমসিসি/ইউএমএমএল-এর কমিউনিটি সোশ্যাল ল্যাবের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে একটি ধারাবাহিক পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। এই ধাপগুলোকে তিনটি মূল ধাপে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলো হলো: ১. প্রস্তুতিমূলক পর্যায়, ২. বাস্তবায়ন পর্যায় এবং ৩. ফলো-আপ পর্যায়।

১. প্রস্তুতিমূলক পর্যায়:

একটি মূল দল এবং একটি কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন

ক. গঠনপ্রণালী

প্রতিটি সোশ্যাল ল্যাব একটি মূল দল এবং একটি কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়ে গঠিত।

কোর টিম বা মূল দলটি বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ১০-১২ জন প্রতিনিধি যেমন সমাজসেবা অধিদপ্তর (ডিএসএস), মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (ডিডব্লিউএ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (ডিওয়াইডি), সিটি কর্পোরেশন/মিউনিসিপ্যালিটি, আইএনজিও/এনজিও যারা সংশ্লিষ্ট বস্তি বা কমিউনিটিতে কাজ করছে, স্থানীয় কাউন্সিলর এবং একজন সাংবাদিক নিয়ে গঠিত হবে। সুনির্দিষ্ট সমস্যার জন্য মূল দল অন্যান্য বিভাগ থেকে দক্ষতা বা অ্যাডভোকেসির জন্য পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে এক বা একাধিক সংলাপ অধিবেশনে অংশগ্রহণের জন্য প্রতিনিধিদেরকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে।

মূল দলের নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য

- সোশ্যাল ল্যাবের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয় করা
- সংলাপ সেশনের ব্যবস্থা করা এবং সমন্বয় করা
- কমিউনিটির প্রতিনিধিদের সাথে ফলপ্রসূ আলোচনার সুবিধা দেওয়া
- নির্দিষ্ট সংলাপ সেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের প্রস্তাব করা এবং আমন্ত্রণ জানানো
- প্রকল্পের প্রস্তাবনা এবং তহবিল আবেদনের বিস্তারিত, সংশোধন এবং অনুমোদন করা

- বিভিন্ন দাতা এবং অংশীদারদের সাথে যোগাযোগ করা এবং প্রয়োজনে তাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা।

- সোশ্যাল ল্যাব কার্যক্রমের ডকুমেন্টেশন, পর্যবেক্ষণ, এবং মূল্যায়ন নিশ্চিত করা

- কমিউনিটির স্বেচ্ছাসেবক দলকে তাদের কাজ, বিশেষ করে মিডিয়া যোগাযোগ, অ্যাডভোকেসি এবং সমস্যা সমাধানে বিস্তারিত বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া

- এই বিভাগে বর্ণিত কর্তব্য এবং কাজগুলো সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা

- সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে জমা দেওয়া প্রকল্প প্রস্তাবনাগুলোর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা

- অনুমোদন পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের সাথে যোগাযোগ/মিটিং/লবিং করা

একটি কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক দল কোর টিমকে (সিটি) তাদের নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট কাজে সহায়তা করে। কর্মক্ষেত্র এবং কমিউনিটির আকারের উপর নির্ভর করে এতে ৬-১০ জন সদস্য থাকতে পারে। স্বেচ্ছাসেবকদের অবশ্যই তাদের আগ্রহ দেখাতে হবে এবং তাদের মধ্যে অন্তত ৮০ শতাংশ নারী থাকা উচিত। কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক দলের নিম্নলিখিত দায়িত্ব এবং কাজগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

- কোর টিমের প্রয়োজন অনুসারে সমস্ত ধরণের প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা
- যেখানে প্রয়োজন সেখানে সোশ্যাল ল্যাব সংলাপ সমন্বয় করা
- কমিউনিটির চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সংলাপ আলোচনার সময় মূল্যবান মতামত প্রদান করা
- নির্দিষ্ট কমিউনিটির সমস্যাগুলো সমাধানে নীতি-নির্ধারণ পর্যায়ে আলোচনার বিষয়ে নিশ্চিত করা
- প্রকল্প প্রস্তাবনা এবং বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহে মুল দলকে সহায়তা করা
- প্রকল্প প্রস্তাবনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য নির্দিষ্ট মাঠ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা, মূল দলের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা
- প্রকল্প প্রস্তাবনা এবং সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ/অ্যাডভোকেসি লবিং করা

সংলাপের সময়, সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর কোর টিমের সদস্য হিসাবে সংলাপে সভাপতিত্ব করেন। স্বেচ্ছাসেবকরা তারপর কমিউনিটির প্রতিনিধিদের এজেন্ডা এবং প্রাপ্যতা অনুসারে নির্ধারিত বিভিন্ন সংলাপ পরিচালনায় সহযোগিতা করবে। স্বেচ্ছাসেবকরা কমিউনিটিকে প্রভাবিত করে এমন মূল সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করে এবং সেগুলোকে পরবর্তী সংলাপ আলোচনার নির্দেশনা দিতে একটি খাতায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে তালিকাভুক্ত করবে।

খ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ভোটদান

সমস্যা অগ্রাধিকার সংলাপের সময় প্রতিটি মূল দলের সদস্য এবং স্বেচ্ছাসেবক সমষ্টিগতভাবে কীভাবে সমস্যাগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত তা সিদ্ধান্ত নিতে নিরপেক্ষভাবে ভোট দিবেন। স্বেচ্ছাসেবক এবং মূল দলের সদস্যদের দ্বারা প্রদত্ত সর্বাধিক সংখ্যক ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বস্তি/কমিউনিটির সমস্যা সমাধানের জন্য অগ্রাধিকার দিবেন। এইভাবে, ভোটের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রধান সমস্যাগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে দেওয়া হয় এবং নির্বাচিত সমস্যার সবচেয়ে উপযুক্ত সমাধানও একইভাবে নির্ধারণ করা হয়। সমস্যাগুলোর অগ্রাধিকার এবং একটি সমাধান চিহ্নিত করার পরেই, মূল দলের সদস্যরা এবং স্বেচ্ছাসেবকরা একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা বা প্রকল্পের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করবে যা সংশ্লিষ্ট অংশীদারের কাছে জমা দেওয়া হবে।

সোশ্যাল ল্যাব একজন ব্যক্তিকে নিয়োগ করবে যে এই প্রস্তাবটি জমা দেবে এবং অনুমোদিত প্রস্তাবের অনুমোদন ও বাস্তবায়নের জন্য বা ফলো-আপ বা অনুসরণ করবে। সংশ্লিষ্ট সংলাপ অধিবেশন প্রস্তাবটি জমা দেওয়ার সময়সীমা এবং প্রস্তাবিত সমাধান বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত অংশীদারের কাছে প্রস্তাবটি দেয়া হবে সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেবেন।

২. বাস্তবায়ন পর্যায়:

সংলাপ

সোশ্যাল ল্যাব হল নেটওয়ার্কিং এবং সমস্যা-সমাধানের প্ল্যাটফর্ম যা মূল দল এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মধ্যে একাধিক সংলাপের মাধ্যমে পরস্পর আদান-প্রদানে সক্ষম করে। এই সংলাপ প্রক্রিয়ায় ৪টি পদক্ষেপ অনুসরণ করতে হয়।

ধাপ-১: সমস্যা বা চ্যালেঞ্জ শনাক্তকরণ (সংলাপ ১) এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণ (সংলাপ ২): একটি সুবিধাবঞ্চিত কমিউনিটির প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে এবং অগ্রাধিকার দিতে মূল দলের সদস্য এবং কমিউনিটির স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের দুটি সংলাপ রয়েছে। কমিউনিটির প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার পরে, সদস্যরা সমস্যার গুরুত্ব এবং সেই বিষয়ের সমাধানের সম্ভাব্যতা অনুসারে সমস্যাগুলোকে অগ্রাধিকার দেয়। উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে যে সমস্যাগুলি সমাধান একেবারেই সম্ভব না, তা অবশ্যই অগ্রাধিকারে স্থান পাবেনা। একটি কাঠামোগত আলোচনা এবং অর্থপূর্ণ ফলাফল তৈরি করতে সংশ্লিষ্ট ব্রেইনস্টোরমিং বা বুদ্ধিমত্তা কৌশল এবং সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ: সিরাজগঞ্জ পৌরসভার সোশ্যাল ল্যাব বস্তিতে মোট ষোলটি (১৬)টি সমস্যা চিহ্নিত করেছে। যেখানে সড়ক সমস্যাকে বস্তির প্রধান সমস্যা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। তাই, মূল দল এবং স্বেচ্ছাসেবকরা রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে রাস্তার সমস্যা সমাধানের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করে।

ধাপ-২: সমাধান শনাক্তকরণ (সংলাপ ৩): কমিউনিটির মুখোমুখি হওয়া মূল সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার এবং অগ্রাধিকার দেওয়ার পরে, ৩য় সংলাপটি প্রথম সমস্যার জন্য একটি উপযুক্ত সমাধান চিহ্নিত করার জন্য নিবেদন করবে। এখানে, মূল দলের সদস্যরা এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যরা আলোচনা করবেন এবং যারা সমস্যা সমাধানে অবদান রাখতে পারে এমন সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগ, আইএনজিও/এনজিও বা অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করবেন।

উদাহরণ: সিরাজগঞ্জ পৌরসভায় মেয়রকে দুই পাশের সংযোগের জন্য বস্তির উপর রাস্তা নির্মাণের জন্য ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কোর টিম এবং স্বেচ্ছাসেবকরা সমাধান প্রস্তাব করার জন্য সিরাজগঞ্জ পৌরসভার মেয়রের সাথে যোগাযোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ধাপ-৩ : অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা (সংলাপ ৪ এবং ৫): ৪র্থ এবং ৫ম সংলাপের সময় একটি বিশদ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। সেই উদ্দেশ্যে মূল দল এবং স্বেচ্ছাসেবকরা নির্বাচিত সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধানের আনুমানিক খরচ নির্দেশ করে একটি বাজেট প্রস্তুত করে। পরবর্তীকালে, একটি প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয় যাতে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ব্যাখ্যা করা হয় এবং বিস্তারিতভাবে রূপরেখা দেওয়া হয়। সমস্যার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা হাইলাইট করার জন্য একটি ন্যায্যতা পর্ব অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজনীয়।

অবশেষে, মূল দল এবং স্বেচ্ছাসেবকরা একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তিকে নিয়োগ করবেন যারা আবেদনপত্র দাখিল করেন/পরিচালনা করবেন, এর অনুমোদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করবেন এবং চূড়ান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

প্রথম ধাপ হিসেবে স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যরা সমস্যা সম্পর্কিত ক্ষেত্র থেকে নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করবে। পরবর্তীকালে, কমিউনিটির স্বেচ্ছাসেবকরা মূল দলের সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে পরিকল্পনার লিখিত বিষয়বস্তু বিশদভাবে বর্ণনা করবে। অনেক ক্ষেত্রে এটি একটি আবেদন বা প্রস্তাবনা প্রণয়ন করবে যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা অংশীদারের কাছে জমা দিতে হবে। পরিকল্পনা পর্যায়ে, আর্থিক ব্যয় পরিকল্পনার মতো সুনির্দিষ্ট উপাদানগুলোসহ পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য যদি কোন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়, তবে মূল দলটিকে সরকারি বিভাগ যেমন ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কাউন্সিলর ইত্যাদির সংশ্লীষ্ট বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে। পরিকল্পনায় চিহ্নিত সমস্যা দ্বারা প্রভাবিত লোকের সংখ্যা এবং সেইসাথে কমিউনিটির বাসিন্দাদের সংখ্যা (প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, শিশু, মহিলা, বয়স্ক ব্যক্তি সহ) যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রস্তাবিত সমাধান থেকে উপকৃত হবে বলে আশা করা হচ্ছে সে তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকবে। সাধারণত এই সুবিধাভোগী ব্যক্তিদের পরিবারের সংখ্যায় গণনা করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের রাযের মহল বস্তিতে একটি গভীর নলকূপ স্থাপন ত্রিশটি পরিবারের সম্ভাব্য উপকার করবে।

উদাহরণ: সিরাজগঞ্জ পৌরসভার সোশ্যাল ল্যাবের স্বেচ্ছাসেবকরা রাস্তা তৈরির জন্য একটি জায়গা পরিমাপ করেছেন এবং সিমেন্ট ও কংক্রিটের মতো উপাদানের খরচসহ মোট আনুমানিক খরচ নির্ধারণ করেছেন। পরবর্তীকালে, সোশ্যাল ল্যাবের অংশগ্রহণকারীরা তাদের দৈনন্দিন মালামাল পরিবহন বা স্কুলে এবং হাসপাতালের মতো অন্যান্য জায়গায় চলাচলের কারণে রাস্তা নির্মাণের ফলে উপকৃত হবে এমন বাসিন্দাদের সংখ্যার ভিত্তিতে একটি প্রস্তাবনা তৈরি করেন। এরপর তারা বস্তির অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সিরাজগঞ্জ পৌরসভা মেয়র মহোদয়ের নিকট প্রকল্প প্রস্তাবনাটি জমা দেয়।

ধাপ-৪: আবেদন জমা দেওয়া (সংলাপ ৬): ৬ষ্ট তম সংলাপের সময়, মূল দল-সদস্যরা এবং স্বেচ্ছাসেবকরা পরিকল্পনা বা আবেদনের গুণগত মান পরীক্ষা করে। কমিটি দ্বারা চূড়ান্ত অনুমোদনের পরে, মূল টিম-সদস্যদের এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নামের একটি তালিকা আবেদনের সাথে জমা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়। পাশাপাশি, জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে কাউন্সিলর এবং মেয়র মহোদয়ের বিশেষ সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। পরিশেষে, যখন সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি এবং সংযোযিত করা হয়, তখন পরিকল্পনা বা আবেদনটি নির্বাচিত সংশ্লিষ্ট সরকারী দপ্তরে জমা দেওয়া হবে।

উদাহরণ: সিরাজগঞ্জ পৌরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডে সোশ্যাল ল্যাব সিরাজগঞ্জ পৌরসভার মেয়রের কাছে নির্মিত রাস্তার জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা জমা দিয়েছে। এই আবেদনে একটি ফরোয়ার্ড করা সুপারিশ পত্র, বিস্তারিত প্রকল্প প্রস্তাবনা, সোশ্যাল ল্যাবের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে পরিকল্পনা, সংলাপের মিনিট, এবং স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যে বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন তা নিম্নরূপ:

সফলভাবে একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা জমা দেওয়ার জন্য:

- ফরোয়ার্ডিং লেটার: এটি হল কভার লেটার যাতে প্রকল্প প্রস্তাবনার একটি সংক্ষিপ্ত সারাংশ থাকে, যেখানে এটি বাস্তবায়িত হতে হবে এবং কতজন লোক এটি থেকে উপকৃত হবে এবং কত বাজেট প্রয়োজন।
- প্রকল্প প্রস্তাবনা: এখানে ভূমিকা সহ, প্রস্তাবটি আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা থাকে, প্রস্তাবের ন্যায্যতা, প্রকল্পের এলাকা যেখানে এটি বাস্তবায়িত হবে, কতজন লোক বা কত পরিবার উপকৃত হবে, বাজেট এবং কীভাবে এটি অর্থায়ন করা হবে, বিস্তারিত উল্লেখ থাকবে।
- মূল দলের মাধ্যমে সংগ্রহ করা স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কাছ থেকে পাওয়া সুপারিশ
- বাজেট- কার্যকলাপ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় আনুমানিক খরচ
- সংলাপের কার্যবিবরণী: যেখানে মূল প্রস্তাবনা আলোচনা এবং সম্ভাব্য দাতা খুঁজে পাওয়া গেছে সংলাপের উল্লেখ করে তা প্রস্তাবনার সাথে সংযুক্ত করা হবে।

৩. ফলো-আপ পর্ব:

অ্যাডভোকেসি এবং শিখনের পাঠ

অ্যাডভোকেসি এবং ফলো-আপ (সংলাপ ৭): ৭ম সংলাপের সময়, স্বেচ্ছাসেবক এবং মূল দলের সদস্যরা জমা দেওয়া পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে এবং অগ্রগতি অবহিত করে। মূল দল- এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের-সদস্যরা জমা দেওয়া আবেদনের গ্রহণযোগ্যতা এবং অনুমোদন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট অ্যাডভোকেসি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করে। পরিকল্পনাটি অন্য কোনো বিভাগ, ব্যক্তিগত সংস্থা বা ব্যক্তির কাছে জমা দেওয়া প্রয়োজন কিনা তা কমিটির সদস্যরা মূল্যায়ন করে সেই অনুযায়ী ফলো-আপ পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

উদাহরণ: সিরাজগঞ্জ পৌরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডে সোশ্যাল ল্যাব কোর টিম এবং স্বেচ্ছাসেবকরা যৌথভাবে ৭ম সংলাপ পরিচালনা করার জন্য মেয়র মহোদয়কে আমন্ত্রণ জানান। চরমলসা পাড়া বস্তিতে জলাবদ্ধতার দুই পাশের রাস্তা নির্মাণ কাজের যৌক্তিকতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। একটি মাত্র বাঁশের সেতু থাকায় এবং রাস্তার অবস্থা খারাপ হওয়ায় বস্তির বাসিন্দাদের বস্তির মধ্যে চলাচল করতে এবং বাইরে যেতে অসুবিধা হচ্ছিল। বিশেষ করে শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, গর্ভবতী মহিলা এবং বয়স্ক ব্যক্তিরা তাদের চলাচলের জন্য প্রতিদিন সমস্যায় পড়েন। জরুরী পরিস্থিতিতে, জলাবদ্ধ রাস্তায় চলাচল করা যে কোনও অ্যাম্বুলেন্সের পক্ষে কঠিন। আলোচনা শেষে মেয়র অবিলম্বে সড়ক নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন করেন। কয়েক সপ্তাহ পরেই মাটি ভরাটের কাজ শেষ হয় এবং মানুষ এটি ব্যবহার করতে শুরু করে।

এছাড়াও, স্বেচ্ছাসেবক এবং মূল দল ব্র্যাকের (যারা পৌর এলাকায় নগর অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ প্রদানে অত্যন্ত অভিজ্ঞ) কাছে একটি কংক্রিট রাস্তা নির্মাণের প্রস্তাবের জন্য একটি আবেদন জমা দিয়েছে।

কার্যক্রম পুরো প্রক্রিয়া এবং শিখনগুলো পর্যালোচনা করে (সংলাপ ৮): ৮ম সংলাপটি সমস্যাগুলি সনাক্তকরণ থেকে শুরু করে অ্যাডভোকেসি ব্যবস্থা পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করার জন্য নির্ধারিত। এই সংলাপ অধিবেশন চলাকালীন, মূল দল এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যরা সমস্যা-সমাধান প্রক্রিয়ার সময় তারা যে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয়েছিল, তাদের উদ্ভূত শিক্ষা, এবং ভবিষ্যতে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার জন্য সম্ভাব্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাগুলো সনাক্ত করে।

প্রথম সমস্যাটির জন্য ডায়ালগ-৮ সম্পন্ন হওয়ার পরে, দ্বিতীয় চিহ্নিত সমস্যার জন্য প্রক্রিয়াটি শুরু থেকে শুরু হয়: ১. সমস্যা সনাক্তকরণ; ২. সমস্যা অগ্রাধিকার; ৩. সমাধান পরিকল্পনা (সম্ভাব্য স্টেকহোল্ডা অংশীদারদের খুঁজে বের করা এবং জমা দেওয়ার জন্য একটি প্রস্তাব প্রস্তুত করা); ৪. অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথির পাশাপাশি প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুত করা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের কাছে জমা দেওয়া; ৫. জমা দেওয়া প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য ফলো-আপ; ৬. অনুমোদিত বাজেট সহ প্রকল্প বাস্তবায়ন।বাস্তবায়ন পর্বের ধাপ ১ থেকে শুরু হওয়া প্রতিটি সমস্যার জন্য এই চক্রটি পুনরাবৃত্তি করা হবে।

বছরে একবার, মূল দল এবং স্বেচ্ছাসেবক দলকে তাদের সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জগুলো পর্যালোচনা করতে এবং বর্তমান কমিউনিটির প্রেক্ষাপট অনুসারে অগ্রাধিকার দিতে উৎসাহিত করে। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন, যদি কোনও মূল দল বা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য অন্য জায়গায় চলে যান, আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন বা পরপর তিনটি সংলাপ মিস করেন, তবে মূল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যের সাথে পরামর্শ করে একই বিভাগের কাউকে প্রতিস্থাপন করা উচিত।

এখানে উল্লেখ্য যে সোশ্যাল ল্যাব পদ্ধতিতে অভিজ্ঞতা অর্জন এবং বিভিন্ন কমিউনিটির সমস্যা সমাধানে সক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে মূল দল এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যরা এডভোকেসি ও ফলো-আপ কাজ চালিয়ে যাওয়ার সময় এক সময়ে

একাধিক সমস্যা সমাধানের জন্য সিদ্ধান্ত: নিতে পারে। ধীরে ধীরে একটি সোশ্যাল ল্যাব একই ওয়ার্ডের আরও কমিউনিটিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রসারিত হতে পারে।

৪. টেকসই সোশ্যাল ল্যাবের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করা

সমাজে দীর্ঘমেয়াদী ফলাফলের জন্য, দীর্ঘমেয়াদে সোশ্যাল ল্যাবগুলো পরিচালনা প্রয়োজন। অতএব, অংশীদারিত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সোশ্যাল ল্যাবস এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের প্রেক্ষাপটে অংশগ্রহণকারী অংশীদারদের বিশেষ করে সরকারী বিভাগ, এলজিআই, আইএনজিও/এনজিও, কমিউনিটিগুলোকে পৃথকভাবে বা যৌথভাবে রাজনৈতিক স্বদিচ্ছা, প্রতিশ্রুতি এবং মালিকানা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি এটি অর্জন করা না যায়, দাতারা তাদের সহযোগিতা বন্ধ করে দেবে।

অংশগ্রহণকারী অংশীদারদের অংশীদারিত্ব এবং সোশ্যাল ল্যাবগুলোর স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য ইউএমআইএমসিসি/ইউএমএমএল প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নেওয়া যেতে পারে:

সক্ষমতা বাড়ানো:

- স্বেচ্ছাসেবক দল এবং মূল দলের সদস্যদের অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা, অ্যাডভোকেসি এবং নেটওয়ার্কিং দক্ষতা সম্পর্কিত সক্ষমতা তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ।

ভূমিকা এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করা:

- ডিএসএস/ ডিডব্লিউএ/ ডিওয়াইডি এর মত যেকোন সরকারী বিভাগ এবং কমিউনিটির অংশগ্রহণের জন্য একটি ইতিবাচক পন্থা হিসাবে সোশ্যাল ল্যাবস প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে পারে এবং সোশ্যাল ল্যাব চালানোর জন্য বাজেটের বিধান রাখতে পারে।
- বর্তমান কর্মক্ষেত্রে, অন্যান্য আইএনজিও/এনজিও যারা জড়িত, তারা সোশ্যাল ল্যাব চলমান রাখার জন্য স্পষ্টভাবে তাদের সহায়তার হাত প্রসারিত করতে পারে।
- যেহেতু স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যরা স্থানীয় কমিউনিটির, অতএব তারা এই পদ্ধতির দ্বারা উপকৃত হয়, তাহলে তারা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সহযোগিতায় সোশ্যাল ল্যাবের কার্যক্রম চলমান রাখতে পারে।

সমস্যা বিশ্লেষন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য একটি পরিবেশ তৈরী করা:

স্থানীয় কাউন্সিলরবৃন্দ সোশ্যাল ল্যাবের সাথে অতোপ্রতোভাবে জড়িত। একজন কাউন্সিলর যদি খুব প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন তবে অংশীদারিত্ব নিয়ে তাদের নিজ ওয়ার্ড বা কমিউনিটির সোশ্যাল ল্যাব চালিয়ে যেতে পারে।

টেকসই সোশ্যাল ল্যাবগুলোর মাধ্যমে প্রভাব তৈরি করা

অধ্যায়-৩

সোশ্যাল ল্যাবের সাফল্যের গল্প

৩. বস্তির বাসিন্দাদের জীবন-মানের অবস্থার উন্নতি: তৃনমুল পর্যায়ের অভিজ্ঞতা

সাফল্যের গল্প ১: পরিত্যক্ত স্থানে: কমিউনিটির সংযোগের জন্য রাস্তা নির্মাণ

ক. খুলনা সিটি কর্পোরেশন, সোশ্যাল ল্যাব-১

এক নজরে বিস্তারিত:

- অবস্থান: রায়ের মহল বস্তি, ওয়ার্ড-১৪, খুলনা সিটি কর্পোরেশন (কেসিসি)
- সমাপ্তির সময়কাল: ০৬/০৯/২০২১ - ৩১/০১/২০২২
- ফলাফল: ৬০ মিটার রাস্তা নির্মিত হয়েছে
- মূল অংশীদার: ইউএনডিপি

কোর টিম ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যগণ চিহ্নিত সমস্যাসমূহ লিপিবদ্ধ করছেন

সদস্যরা তাদের কাজসমূহ ভাগ করে নিচ্ছেন

প্রথম সংলাপ ১০/০৮/২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কোর টিম এবং কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক দল এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপে মোট আটটি সমস্যা চিহ্নিত করা হয়; ১. রাস্তার সমস্যা, ২. স্যানিটারি টয়লেটের অভাব, ৩. নিরাপদ পানির অভাব, ৪. ড্রেনেজ সমস্যা, ৫. রাস্তার আলোর অভাব, ৬. জলাবদ্ধতা, ৭. যুবকদের কর্মসংস্থানের অভাব, এবং ৮. গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টি ও সচেতনতার অভাব।

পরবর্তীতে ২৮/০৮/২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ২য় সংলাপে সমস্যাগুলিকে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন এবং অল্প সময়ের মধ্যে সমস্যা সমাধান করার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। দলের সদস্যরা নিরপেক্ষ ভোটের মাধ্যমে অগ্রাধিকার তালিকা চূড়ান্ত করেন। তালিকায় মোট ছয়টি সমস্যাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তন্মধ্যে, প্রধান দুটি সমস্যা সমাধানের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে: ১. রাস্তার সমস্যা এবং ২. স্যানিটারি টয়লেটের অভাব। সংলাপ শেষে কোর টিমের সদস্যরা চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের দল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

প্রস্তাবিত সড়ক নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয় খুলনা সিটি করপোরেশনের (কেসিসি) ১৪ নং ওয়ার্ডের রায়েরমহল বস্তিতে মরিয়ম বেগমের বাড়ি থেকে রেশমা বেগমের বাড়ি পর্যন্ত। মাটির রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে চলাচল অনুপযোগী অবস্থায় আছে। বর্ষাকালে জলাবদ্ধতা দেখা দেয় এবং এলাকার লোকজনের চলাচলে অনেক সমস্যা হয়। শিক্ষার্থী, বৃদ্ধ, শিশু ও গর্ভবতী নারীদের কর্দমাক্ত মাটি দিয়ে চলাচল ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। এমতাবস্থায় অসুস্থ ব্যক্তিদের দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া সম্ভবপর ছিলো না। এই কর্দমাক্ত রাস্তা দিয়ে প্রায় ১৫০০ মানুষ চলাচল করে থাকে।

০৬/০৯/২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে তৃতীয় সংলাপের আয়োজন করা হয় এবং আলোচনার মাধ্যমে একটি ছোট প্রকল্প প্রস্তাবনা (বাজেট সহ) প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সড়ক সমস্যা সমাধানে খুলনা সিটি করপোরেশনের (কেসিসি) নিকটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু খুলনা সিটি করপোরেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানায়, চলতি অর্থবছরে বাজেটের অভাবে তারা রাস্তাটি নির্মাণ করতে পারছেন না। প্রান্তিক জনগণের জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্পে ইউএনডিপি বিভিন্ন সময়ে বস্তি এলাকায় নির্মাণ কাজ চালিয়েছে। এইভাবে, সোশ্যাল ল্যাবের প্রস্তাবিত রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য ইউএনডিপি-এর শহর (টাউন) ব্যবস্থাপক এর নিকট জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পরে ১৫/০৯/২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে চতুর্থ সংলাপের আয়োজন করা হয় এবং রাস্তাটির পরিমাপ, প্রাথমিক নকশা এবং সম্ভাব্য খরচের বাজেট তৈরি করা হয়। সড়কটির প্রায় দৈর্ঘ্য ৬০ মিটার এবং চওড়া ১.৫০ মিটার ধরে নকশা চূড়ান্ত করা হয়। রাস্তাটি নির্মাণের জন্য সম্ভাব্য বাজেট ধরা হয় ১১১,৮৭০/- টাকা। সড়ক নির্মাণের সম্ভাব্য খরচের বাজেটের সাথে রাস্তাটির বিস্তারিত নকশা (ডিজাইন) প্রস্তাবনার সাথে সংযুক্ত করা হয়। রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পটি কোথায়, কখন, কার বরাবর জমা দেয়া হবে সেসব বিষয় নিয়েও উক্ত সংলাপে আলোচনা করা হয়।

এরপর ৫ম (২৬/০৯/২০২১), ৬ষ্ঠ (১২/১০/২০২১) এবং ৭ম (২৬/১০/২০২১) সংলাপে কোর টিমের সদস্যগণ এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে পর্যালোচনা করেন। এছাড়া জিআইজেড ও কারিতাসের কেন্দ্রীয় কার্যালয়-এর প্রতিনিধিরা প্রকল্প পরিদর্শন করেন, সংলাপে অংশ নেন এবং সোশ্যাল ল্যাবের পুরো প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেন ও প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি হালনাগাদ করেন। ৬ষ্ঠ সংলাপ থেকে কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যরা সংলাপ অধিবেশনের সুবিধা দিতে শুরু করেন।

পরবর্তীতে ৮ম (১১/১১/২০২১) সংলাপের আলোচনা শেষে প্রকল্প প্রস্তাবনা এবং আবেদন চূড়ান্ত করা হয় এবং কোর টিমের সদস্য, কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক এবং এলাকার জনগণের দ্বারা স্বাক্ষরিত আবেদনটি ইউএনডিপি-র পরামর্শে জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উল্লেখিত বিষয়ে সকলেই একমত পোষণ করেন।

পরে ১৮/১১/২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কোর টিমের সদস্যরা এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যরা খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সুপারিশসহ অনুমোদনের জন্য টাউন ম্যানেজার (শহর ব্যবস্থাপক) এর নিকট রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের প্রস্তাব জমা দেয়।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সোশ্যাল ল্যাব প্রকল্পে সকলের সহযোগিতায় এবং প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সুপারিশক্রমে রাস্তা নির্মাণ কাজ দ্রুত শুরু হয়। পরে ২৫/১১/২০২১ তারিখে জমা দেওয়া প্রকল্পটি ইউএনডিপি কর্তৃক অনুমোদন পায়। পরিশেষে, ৫/০১/২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রাস্তাটির নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। রাস্তার দুই পাশে ৫ ইঞ্চি মটার দিয়ে ভরাট করে এবং সিসি ঢেলে রাস্তা নির্মাণের কাজ করা হয়।

মূল ফলাফল

স্থানীয় কমিউনিটির উপর ইতিবাচক প্রভাব:

- দীর্ঘদিন ধরে নিচু ও কর্দমাক্ত মাটির কারণে রাস্তাটি বড় সমস্যা তৈরি করেছে। নতুন সড়কটি নির্মাণে এলাকার প্রায় দেড় হাজার মানুষ উপকৃত হয়েছেন। সড়ক নির্মাণের ফলে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে বলে এলাকার মানুষ আস্থাশীল।
- রাস্তাটি নির্মাণের ফলে এলাকার মানুষের চলাচল অনেক নিরাপদ এবং মসৃণ হয়েছে, বিশেষ করে শিশু, ছাত্র, বয়স্ক ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, গর্ভবতী মহিলা এবং অসুস্থ যারা এখন দ্রুত হাসপাতালে পৌঁছাতে পারে।
- শিশুরা এখন নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে এবং বর্ষাকালে স্কুলে যাওয়ার সময় অভিভাবকদের তাদের বাচ্চাদের নিরাপত্তা নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না।
- আগে জলাবদ্ধ রাস্তা যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করত। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং গৃহকর্তাদের পণ্য পরিবহনে সমস্যা ছিল, যা শুরুর খরচ বাড়িয়েছে। এখন, রিকশা, ইজিবাইক, ভ্যান রাস্তায় অনায়াসে চলাচল করতে পারে এবং মানুষ তাদের জিনিসপত্র বহন করতে পারে।

রাস্তা নির্মাণের পর

রাস্তা নির্মাণের পর কোর টীম সদস্যদের পরিদর্শন

স্থানীয় লোকজন নির্মিত রাস্তার উপর চলাচল করছে

সাফল্যের গল্প ২: সম্মিলিতভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

খ. খুলনা সিটি কর্পোরেশন, সোশ্যাল ল্যাব-২

এক নজরে বিস্তারিত:

- অবস্থান: ওয়ার্ড-৩১, মোল্লাপাড়া, খুলনা সিটি কর্পোরেশন (কেসিসি)
- সমাপ্তির সময়কাল: ১০/১১/২০২১
- ফলাফল: বস্তির লোকজন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন এবং বর্জ্য সংগ্রহকারীকে সহযোগিতা করে।
- মূল অংশীদার: সিটি কর্পোরেশন, মূল দল, কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক এবং বস্তির নেতৃবৃন্দ

সদস্যগণের মতামতের ভিত্তিতে সমস্যাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভাগ করা হচ্ছে।

বস্তি এলাকা পরিদর্শনে জিআইজেড এর প্রতিনিধি

গৃহস্থালির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বস্তি পর্যায়ে মাইকিং বা প্রচারণা

কোর টিম এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের দ্বারা ১৭/০৮/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রথম সংলাপে মোট ১০টি প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছিল। সমস্যাগুলো হল; ১) বেকারত্ব ও বৃত্তিমূলক দক্ষতার অভাব, ২) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিধবা ভাতা বরাদ্দ নেই, ৩) বিশুদ্ধ পানির অপর্যাপ্ততা, ৪) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব, ৫) কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও সামাজিক শিক্ষার বিষয়ে সচেতনতার অভাব,

৬) কিশোর-কিশোরীদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সচেতনতা ও সামাজিক শিক্ষার অভাব ৭) যুবকদের মাদকাসক্তি, ৮) বয়স্ক ও অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসা সহায়তার অভাব, ৯) ভাঙা রাস্তা, নোংরা ড্রেন এবং অস্বাস্থ্যকর টয়লেট এবং ১০) রাতে বস্তির কিছু এলাকায় পর্যাপ্ত আলোর অভাব।

দ্বিতীয় সংলাপে (২৮/০৮/২০২১) সমস্যাগুলি একটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি (মারবেল ভোটিংয়ের মাধ্যমে) ব্যবহার করে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। অগ্রাধিকার দেওয়া শীর্ষ তিনটি বিষয় হল; ১) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিধবা ভাতা বরাদ্দ নেই ২) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার অভাব এবং ৩) বেকার সমস্যা এবং কর্মমুখী দক্ষতার অভাব।

সংলাপ শেষে কোর টিমের সদস্য ও স্বেচ্ছাবেকরা মোল্লাপাড়া বস্তি এলাকা পরিদর্শন করেন। তৃতীয় (০৯/০৯/২০২১) এবং চতুর্থ (১৬/০৯/২০২১) সংলাপে দলের সদস্যরা প্রথম অগ্রাধিকার সমস্যার সমাধানের বিকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করেন। দলের সদস্যরা অনুধাবন করলেন সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিধবা ভাতার বিষয়টি নিয়ে কাজ করলে তা অবিলম্বে সমাধান করা সম্ভব হবে না এবং সময়ও লাগবে। এই কারণে তারা পঞ্চম (২৯/০৯/২০২১) সংলাপে আবার ভোট গ্রহণ করে এবং এলাকার সমস্যাগুলির একটি অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করে। তার মধ্যে তিনটি প্রধান সমস্যা ছিল; ১) বস্তি এলাকায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ২) কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং সামাজিক শিক্ষার অভাব, ৩) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বিধবা ভাতা।

মোল্লাপাড়া বস্তিতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অভিবাসী ও দরিদ্র মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর গ্রাম থেকে শহরে আসে। সিটি কর্পোরেশনের একেবারে শেষ প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় মোল্লাপাড়া এলাকার মানুষ খুলনা সিটি করপোরেশনের বেশ কিছু সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বৃহত্তর মোল্লাপাড়া এলাকায় প্রায় ১২শ পরিবারের বসবাস থাকলেও গৃহস্থালির বর্জ্য সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার আবর্জনা ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা নেই। তাই বস্তির লোকেরা তাদের বসবাসের যে কোনও জায়গায় আবর্জনা ফেলে। বর্জ্য পচে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়ায়। ফলে শিশু ও বৃদ্ধরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

তাছাড়া বস্তিতে কোনো আবর্জনা ফেলার ডাস্টবিন না থাকায় এলাকার লোকজন তাদের প্রতিদিনের ময়লা-আবর্জনা খোলা খাল, নালা ও রাস্তার পাশে ফেলে দেয়। বর্ষা ও জোয়ার-ভাটার সময় এসব বর্জ্য ভেসে বস্তির মানুষের বসতবাড়িতে যায়। অনেক সময় ছোট ড্রেনে জমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন পানিবাহিত রোগ বৃদ্ধি পায়। পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি বিভিন্ন রোগ-জীবাণুর সংক্রমণও দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ সমস্যাকে এলাকার মানুষ নিত্যদিনের সমস্যা হিসেবে মেনে নিয়েছিল। কিন্তু তারা কখনই চিন্তা করেনি কিভাবে নিজেরাই এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

সোশ্যাল ল্যাব কোর টিমের সদস্যরা এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যরা ৫ম (২৯/০৯/২০২১) এবং ৬ষ্ঠ (১৪/১০/২০২১) সংলাপের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য মোল্লাপায়ায় একটি আলোচনা ও পরিবার-ভিত্তিক জরিপ পরিচালনা করে। জরিপে দেখা গেছে, বৃহত্তর মোল্লাপায়া এলাকার ১২০০ পরিবারের বেশির ভাগই ভ্যানের মাধ্যমে ময়লা-আবর্জনা ফেলতে আগ্রহী। এলাকার লোকজন জানান, প্রতি মাসে এই কাজের জন্য ভ্যান চালককে কিছু টাকা দিতেও রাজী আছেন তারা। ৬ষ্ঠ সংলাপে (১৪/১০/২০২১) কোর টিমের সদস্যরা এবং স্বেচ্ছাসেবকরা সবাই একটি প্রকল্প প্রস্তাব নিয়ে আসে, যার মধ্যে বাড়ির বর্জ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সহ দুটি ভ্যান, আবর্জনা ফেলার পাত্র এবং ওয়ার্ড মিটিং এর মাধ্যমে সচেতনতা সভা অন্তর্ভূক্ত ছিল।

পরবর্তীতে ৭ম (২৮/১০/২০২১) সংলাপের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বস্তির বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য এই প্রকল্প প্রস্তাবটি সোশ্যাল ল্যাব টিম খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র মহোদয়ের পাশাপাশি প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার কাছে জমা দেন। এছাড়া তারা সোশ্যাল ল্যাব প্রকল্পের কার্যক্রম সহভাগিতা করেন। ওইদিন আলোচনাকালে মাননীয় মেয়র মহোদয়ের মোল্লাপাড়া এলাকার জন্য সিটি করপোরেশনের ২টি বর্জ্য ব্যবস্থানার/পরিবহনের জন্য ভ্যান চালু করতে সম্মত হন।

জনসাধারণের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের উপর গৃহস্থালির বর্জ্য যত্রতত্র নিক্ষেপের প্রভাব সম্পর্কে এলাকার জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সচেতনতামূলক সভা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সুপারিশে একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রস্তুত করে প্রস্তাবের একটি অনুলিপি 'খুলনা মুক্তি সেবা সংস্থা'-তে জমা দেওয়া হয়। মোল্লাপাড়া সোশ্যাল ল্যাব টিমের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার পর খুলনা মুক্তি সেবা সংস্থার পরিচালক বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে শুধু ৩১ ওয়ার্ডে নয়, সমগ্র খুলনা সিটি করপোরেশনের সব ওয়ার্ডে গৃহস্থালির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সচেতনতা কার্যক্রম চালু করার কথা বলেন।

মূল ফলাফল

স্থানীয় কমিউনিটির উপর ইতিবাচক প্রভাব:

- ১০ নভেম্বর, ২০২১ খুলনা সিটি কর্পোরেশন উক্ত এলাকায় ভ্যান সরবরাহ করেন। এরপর থেকে ৩১ নং ওয়ার্ডের মোল্লাপাড়া সোশ্যাল ল্যাবের কোর টিম ও কমিউনিটির স্বেচ্ছাসেবকরা মোল্লাপাড়া এলাকার প্রতিটি বাড়ি থেকে নিয়মিত গৃহস্থালির বর্জ্য সংগ্রহ শুরু করে।
- খুলনা মুক্তি সেবা সংস্থা গৃহস্থালির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উঠোন বৈঠকের মাধ্যমে সচেতনতামূলক সভা শুরু করে। মোল্লাপাড়া এলাকার মানুষ এখন গারবেজ ভ্যানে গৃহস্থালির আবর্জনা ফেলছে। বর্তমানে মোল্লাপাড়া অনেকটাই দুষনমুক্ত।
- আগে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ছিল, যা এখন কমছে
- ড্রেনগুলো আগে ময়লা-আবর্জনায় ভরা থাকলেও এখন অনেক পরিষ্কার।
- কমিউনিটি সোশ্যাল ল্যাবের মাধ্যমে এত বড় সমস্যার সমাধান করেছেন এলাকার মানুষ। ফলস্বরূপ, তারা নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে যা ভবিষ্যতে তারা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে এইগুলি ব্যবহার করবে।
- এলাকার মানুষ এখন আর খাল/ড্রেনে বা রাস্তার ধারে আবর্জনা ফেলছে না। এমনকি বাসিন্দা যাদের মধ্যে অনিহা ছিল তারা ধীরে ধীরে আরও আশাবাদী হয়ে উঠছে। সাফল্যের ফলে আশেপাশের এলাকার মানুষ কমিউনিটি সোশ্যাল ল্যাবের কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতন হয়েছে।
- সোশ্যাল ল্যাব সিটি করপোরেশন ও স্থানীয় এনজিওগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড় তুলেছে।

কোর ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যরা ময়লার গাড়ির জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগে আবেদনপত্র জমা দিচ্ছেন।

গৃহস্থালির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তার সঙ্গে অধি-পরামর্শ সভা

সাফল্যের গল্প ৩: খাল পার হতে কাঠের সেতু নির্মাণ

গ. সাতক্ষীরা পৌরসভা

এক নজরে বিস্তারিত:

- অবস্থানঃ ওয়ার্ড-৭, ইটাগাছা, সাতক্ষীরা পৌরসভা
- সমাপ্তির সময়কাল: ০৮/০৯/ - ১০/১২/২০২১
- ফলাফল: কাঠের সেতুটি দৃশ্যমান এবং বস্তির লোকজন ব্যবহার করতে পারে।
- মূল অংশীদার: সাতক্ষীরা পৌরসভা, মূল দল এবং স্বেচ্ছাসেবক, স্থানীয় সরকার বিভাগ, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি), বস্তির বাসিন্দারা।

ইটাগাছা কমিউনিটি সোশ্যাল ল্যাবে কোর টিম এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের প্রথম সংলাপে (১৪/০৮/২০২১) আলোচলা এবং সাইট পরিদর্শনের মাধ্যমে শীর্ষ ১০টি সমস্যা চিহ্নিত করা হয়। সমস্যাগুলো হল: ১) সোশ্যাল সেফটিনেট বা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সুবিধা কম, ২) আত্মকর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতার অভাব, ৩) বস্তিতে মৃত ব্যক্তিদের জন্য গোসলখানার সুবিধার অভাব, ৪) নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব, ৫) খালপারাপারের জন্য কালভাট বা ব্রিজ নাই, ৬) নিরাপদ পানীয় জলের অভাব, ৭) শিশু এবং বৃদ্ধদের জন্য শিক্ষার সুবিধার অভাব, ৮) স্বাস্থ্যকর টয়লেটের অভাব, ৯) ফুটপাথের ব্যবস্থা নেই এবং ১০) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব।

পরে ২য় (৩০/০৮/২০২১) সংলাপে কোর টিম এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যরা ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য অগ্রাধিকার দেন। স্কোর অনুযায়ী ৫ম সমস্যা ছিল খালপারাপারের জন্য কালভাট বা ব্রিজ নাই। এলাকার স্কুলগামী ছেলে-মেয়েদের চলাচলের সুবিধার্থে জরুরী ভিত্তিতে কাঠের সেতু নির্মাণে সবাই একমত হন।

কাঠের সেতু নির্মানের জন্য সাতক্ষীরা পৌর মেয়রের কাছে আবেদনপত্র জমা দেয়া হচ্ছে

ভোটের মাধ্যমে সমস্যা অগ্রাধিকারকরণ।

ইটাগাছার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাণ সায়ের খাল পার হওয়ার কোনো ভালো রাস্তা ছিল না। সবাই ৫ টাকা ভাড়ায় কাঠের ভেলায় করে খাল পার হত। শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, গর্ভবতী মহিলা এবং বয়স্কদের জন্য খালটি পারাপার ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। শিশুদের জীবনের নিরাপত্তার কারণে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের স্কুলে যেতে দেয়নি ফলে, অনেক স্কুলগামী ছেলে-মেয়েরা প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ৩য় সংলাপে (০৮/০৯/২০২১) কোর টিম এবং ভলেন্টিয়ার টিম একটি সেতু নির্মাণের জন্য সম্ভাব্য সমাধান এবং সম্ভাব্য সমাধানকারী কর্তৃপক্ষের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।।

এজেন্ডায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিও ছিল। এর পরে, স্বেচ্ছাসেবকরা বস্তির বাসিন্দাদের অবহিত করে এবং সামাজিক নিরাপত্তা পরিষেবাগুলো, যেমন বয়স্ক ভাতা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা এবং অন্যান্য ভাতার জন্য আবেদনপত্র পূরণ করতে তাদের সহায়তা করে।

পরবর্তীতে ৪র্থ (২৩/০৯/২০২১)ও ৫ম (১৩/১০/২০২১) সংলাপে কোর টিমের সদস্যরা এবং স্বেচ্ছাসেবকরা খালের উপর সেতু নির্মাণের জন্য বিস্তারিত আলোচনায় অংশ নেন। সংলাপে সেতু নির্মাণের জন্য পৌরসভা ও পৌর মেয়র মহোদয়ের কাছে আবেদন করার সিদ্ধান্ত হয়। তাই ৬ষ্ঠ (০১/১১/২০২১) সংলাপে মেয়র মহোদয়ের বরাবরে সংলাপে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। মেয়র সংলাপে অংশ নেন এবং কোর টিম ও স্বেচ্ছাসেবক দল মেয়রের কাছে সমাধান পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। মেয়র কোর টিম ও স্বেচ্ছাসেবকদের অনুরোধে খালের উপর একটি কাঠের সেতু নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন।

সেই সংলাপে কোর টিম এবং স্বেচ্ছাসেবকরা একটি বাজেট (নির্মাণ ব্যয় ৫০,০০০ টাকা) সহ একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুত করে। কোর টিমের সদস্যরা (ওয়ার্ড কাউন্সিলর, মহিলা কাউন্সিলর, প্রকৌশলী, সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা) এবং স্বেচ্ছাসেবকরা পৌরসভায় গিয়ে মেয়রের সাথে আলোচনা করেন এবং আবেদনের সাথে প্রকল্প প্রস্তাবনা জমা দেন। আবেদনের গুরুত্ব বিবেচনা করে মেয়র আবেদনটি অনুমোদন করেন। পরে ০৬/১১/২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ইটাগাছায় প্রাণ সায়ের খালের উপর কাঠের সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়। পরবর্তীতে ১০/১২/২০২১ তারিখে ইটাগাছায় কাঠের সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হয়।

সেতু নির্মাণের পূর্বের ছবি- ভেলায় করে শিশুরা ঝুঁকি নিয়ে খাল পার হচ্ছে।

নির্মাণাধীন কাঠের সেতু

নির্মিত কাঠের সেতুতে চলাচল করছেন স্থানীয়রা

নির্মিত কাঠের সাঁকো পরিদর্শনে কারিতাস বাংলাদেশ ও জিআইজেড প্রতিনিধি

মূল ফলাফল

স্থানীয় কমিউনিটির উপর ইতিবাচক প্রভাব:

- কাঠের সেতু নির্মাণের ফলে শিশু, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী মহিলা, বস্তির বয়স্ক ব্যক্তিরা ঝুঁকি ছাড়াই সহজে খাল পারাপার হতে পারে। শিশুরা নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে।
- অসুস্থ ব্যক্তিরা এখন খুব সহজেই ডাক্তার বা হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে যেতে পারেন।
- সেতুর কারণে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পণ্য ও মালামাল পরিবহন করতে পারেন। এটি বস্তির বাসিন্দাদের চলাচল এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

সাফল্যের গল্প ৪: পরিষ্কার এবং নিরাপদ পানীয় জলের প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠা করা

ঘ. রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন

এক নজরে বিস্তারিত:

- অবস্থান: ওয়ার্ড-১৪, বিলসিমলা এবং তুলটুলি পাড়া, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন (আরসিসি)
- সমাপ্তির সময়কাল: ০৪/১১/২০২১ - ২৫/০৫/২০২২
- ফলাফল: সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, এবং কমিউনিটি জনগোষ্ঠীর নিরাপদ পানীয় জলের প্রবেশাধিকার সৃষ্টি হয়েছে জলের নিরাপদ অ্যাক্সেস রয়েছে।
- মূল অংশীদার: বেসরকারী দাতা, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সিডিসি, মূল দল, স্বেচ্ছাসেবক এবং বস্তির বাসিন্দারা।

কোর্ট স্টেশন-বিলশিমলা বস্তিতে নিরাপদ পানীয় জলের সমস্যা ছিল। বস্তির সব জায়গায় পর্যাপ্ত নলকূপ ছিল না। বস্তির বেশ কিছু নলকূপ ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে কোর্ট স্টেশন থেকে তুলটুলি পাড়া পর্যন্ত বস্তিতে বর্ষার দিনে নলকূপগুলো নোংরা পানিতে অর্ধেক ডুবে থাকে এবং কখনো কখনো নোংরা পানি নলকূপে প্রবেশের ফলে মানুষ নলকূপের পানি পান করতে পারে না। ফলস্বরূপ, বেশিরভাগ বস্তিবাসী পাইপ লাইনে সরবরাহকৃত পানি পান করে। কলের পানির লাইন বিভিন্ন স্থানে লিকেজ রয়েছে। ফলে বস্তিবাসীরা এই নোংরা পানি পান করতে বাধ্য হচ্ছেন। মাঝে মাঝে এই পানি আনতে লাইন দিতে হতো। বস্তির বাসিন্দাদের পানীয় জলের পাশাপাশি অন্যান্য গৃহস্থালির জলের চরম কষ্ট সহ্য করতে হত। অনিরাপদ পানি ব্যবহার ও পান

সমস্যা চিহ্নিত করতে কোর টিম ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মধ্যে সংলাপ

জলাবদ্ধতার সমস্যা সমাধানে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের কাছে আবেদনপত্র জমা দেয়া হচ্ছে।

করার কারণে তারা পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং চিকিৎসা/ওষুধে তাদের অর্থ ব্যয় হচ্ছে।
পরে ৪ নভেম্বর, ২০২১ এ অনুষ্ঠিত ৪র্থ সংলাপে, যেখানে নিরাপদ পানীয় জলের অভাবের সমস্যার সমাধানগুলি চিহ্নিত করা হয়। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট বিভাগ (সিডিডি) বস্তির মানুষের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের সমস্যা সমাধানের জন্য চিহ্নিত করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় কোর টিমের নেতৃত্বে একটি দল জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে ওয়ার্ড কাউন্সিলর (ওয়ার্ড-৫) মোঃ কামরুজ্জামান এবং সংশ্লিষ্ট কমিটি সদস্যবৃন্দ এ বিষয়ে আলোচনা করবেন।

২৯ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে ৫ম সংলাপ অনুষ্ঠিত হয় যেখানে নিরাপদ পানীয় জলের জন্য ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোঃ কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে একটি দল জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলীর সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করে। প্রকৌশলী তাদের জানান, সিটি কর্পোরেশনে কাজ করার সুযোগ নেই, তাই তিনি এ বিষয়ে কোনো সহায়তা দিতে পারবেন না। ৫ম সংলাপের পর কোর টিম এবং কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকেরা আবার বস্তি পরিদর্শন করেন।

আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড-৫ এর সাধারণ সম্পাদক ও কোর টিমের সদস্য মোঃ তানজির হোসেন দুলালের নেতৃত্বে বস্তির বাসিন্দাদের নিরাপদ পানির সমস্যা নিয়ে মোঃ সালাউদ্দিন নামের একজন দানশীল ব্যক্তির সাথে আলোচনা করেন। সমস্যা সমাধানে তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

১১ জানুয়ারী, ২০২২ ৮ম সংলাপে বস্তির জন্য একটি সাবমারসিবল পাম্পের জন্য দানশীল ব্যক্তি মোঃ সালাহউদ্দিনের জন্য একটি আবেদন প্রস্তুত করা হয় এবং জমা দেওয়া হয়।

২০ জানুয়ারী, ২০২২ ৯ম সংলাপে মোঃ তানজির হোসেন দুলাল জানান যে, তিনি সাবমারসিবল পাম্পের জন্য জমা দেওয়া আবেদনের বিষয়ে মোঃ সালাউদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন কিন্তু মোঃ সালাউদ্দিন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় তিনি ব্যর্থ হন।

কোর টিমের সদস্য মোঃ সালাউদ্দিনের সাথে তদবির ও যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। ১০তম সংলাপে জানানো হয় (২৮ মার্চ, ২০২২) মোঃ সালাউদ্দিন কোর্ট স্টেশন বস্তিতে একটি সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপনের জন্য উপকরণ কিনেন।

১২ই এপ্রিল ২০২২-এ সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপন এর কাজ শুরু হয়। সাবমার্সিবল পাম্প ইনস্টলেশনটি কোর টিমের সদস্য এবং স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হয়। সাবমার্সিবল পাম্প স্থাপনের জন্য মোট ৭০,০০০ টাকা খরচ হয়। ২৫ মে ২০২২-এ সাবমার্সিবল পাম্প ইনস্টলেশন কাজ সম্পন্ন হয়। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয় ও পাশাপাশি একটি ট্যাংক স্থাপন করা হয়।

কমিউনিটি সোশ্যাল ল্যাব কর্মশালার উদ্বোধন

কমিউনিটি সোশ্যাল ল্যাব প্রকল্পের স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান

স্থানীয় দাতার আর্থিক সহায়তায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের কোর্ট স্টেশন এলাকায় সুপেয় পানির জন্য পানির ট্যাংক স্থাপন করা হচ্ছে

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের কোর্ট স্টেশন এলাকার বস্তি বাসিন্দারা স্থাপিত পানির ট্যাংক থেকে সুপেয় পানি সংগ্রহ করছেন

মূল ফলাফল

স্থানীয় কমিউনিটির উপর ইতিবাচক প্রভাব:

- পাম্প এবং একটি জলের ট্যাঙ্ক স্থাপনের ফলে বস্তির বাসিন্দারা বিশুদ্ধ জল এখন সংরক্ষণ এবং পান করতে পারে। ফলে পানিবাহিত রোগ ও সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা খরচ কমে যায়। সামগ্রিকভাবে, নিরাপদ পানীয় জল বস্তির বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করেছে।

সাফল্যের গল্প ৫: জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতির জন্য রাস্তা তৈরি

ঙ. সিরাজগঞ্জ পৌরসভা

এক নজরে বিস্তারিত:

- অবস্থান: ওয়ার্ড-১৪, চর মালশাপাড়া, সিরাজগঞ্জ পৌরসভা
- সমাপ্তির সময়কাল: ২৯/০৯/২০২১ - ১৯/০৫/২০২২
- ফলাফল: রোড আর্থ ফিলিং সম্পন্ন হয়েছে
- মূল অংশীদার: সিরাজগঞ্জ পৌরসভা

১ম সংলাপে (২৫/০৮/২০২১) এবং ২য় সংলাপে (০২/০৯/২০২১) বস্তিবাসীদের ১৮টি সমস্যা কোর টিমের সদস্য এবং কমিউনিটির স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। সমস্যা চিহ্নিত করার পর স্বেচ্ছাসেবকরা বস্তির এলাকা ও পরিবার পরিদর্শন করে চিহ্নিত সমস্যা বিশ্লেষণ করেন এবং বস্তিবাসীদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। তথ্যের উপর ভিত্তি করে, সমস্যা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। সমস্যাগুলো হল; ১) বেকারত্ব, ২) রাস্তা, ৩) বাড়ি মেরামত, ৪) আর্থিক সমস্যা, ৫) পুনর্বাসন, ৬) চরম দারিদ্র, ৭) স্যানিটেশনের অভাব, ৮) মাদকাসক্তি, ৯) দারিদ্র্যের জন্য শিক্ষার ধারাবাহিকতা, ১০) স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার অভাব, ১১) বন্যার সময় চলাচলে অসুবিধা, ১২) জলাবদ্ধতা, ১৩) বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব, ১৪) বিদ্যুতের পিলারের অভাব, ১৫) বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রথা, ১৬) নিরাপদ পানির অভাব, ১৭) পানি নিষ্কাশনের অভাব এবং ১৮) বন্যার সময় ঘরবাড়ি ভেসে গেছে।

পরবর্তীতে ৩য় সংলাপে (০৯/০৯/২০২১) সমস্যাগুলি ম্যাট্রিক্স র‍্যাংকিং পদ্ধতির মাধ্যমে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কমিউনিটি সোশ্যাল ল্যাবের মাধ্যমে ১ম এবং ২য় র‍্যাংকিং এ সমস্যাগুলিকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সমাধান করার জন্য নেওয়া হয়। কিন্তু ১ম সমস্যা; জনবল সমস্যার কারণে কর্মসংস্থানের অভাবে স্থগিত করা হয়। এরপর ২য় এবং ৩য় সমস্যা; সড়ক সমস্যা ও আবাসন সমস্যা প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সমাধানের সিদ্ধান্ত হয়।

মেট্রিক্স র‍্যাংকিং পদ্ধতিতে সমস্যার অগ্রাধিকার নির্ধারণে সংলাপে কোরটিম ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের অংশগ্রহণ

বস্তির সমস্যা সমাধানে সংলাপের মাধ্যমে সমস্যা চিহ্নিত করা হচ্ছে

সিরাজগঞ্জ পৌরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের চর মালশাপাড়ায় মোট পরিবারের সংখ্যা ৭৯৫টি (সূত্রঃ ব্র্যাক)। গত বন্যায় ওই এলাকার মানুষের চলাচলের রাস্তা ভেসে গেছে। এ কারণে বন্যার সময় মানুষ তাদের ঘরে বন্দী হয়ে বাঁশের সেতু ব্যবহার করতে হয়। বন্যার পানি বস্তিবাসীর ঘরে ঢুকলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। শিশুরা স্কুলে যেতে পারে না,

রোগীদের হাসপাতালে যেতে বা ডাক্তারের কাছে যেতে খুব অসুবিধা হয়, বস্তির বাসিন্দাদের কাজে যেতে অসুবিধা হয়, বিশেষ করে শিশুরা প্রতিনিয়ত পানিবাহিত রোগের সংস্পর্শে আসে।

পরে ৪র্থ সংলাপে (২৬/০৯/২০২১) রাস্তা সমস্যার সমাধান চিহ্নিত করা হয়। সমস্যা সমাধানে ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংলাপে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংলাপে প্রধান দলের সকল সদস্য রাস্তার সমস্যা সরজমিনে বস্তি পরিদর্শন করেন। রাস্তা নির্মাণের একটি প্রস্তাবনা/আবেদন কোর টিমের সদস্যরা এবং কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা প্রস্তুত করা হয়। জেল হোসেনের বাড়ি থেকে জলিল সরদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার দৈর্ঘ্য ৬০০ ফুট। এই সমস্যা সমাধানের জন্য, মাননীয় মেয়রের সুপারিশে, নিম্নলিখিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয়;

১. মাননীয় মেয়র
২. মাননীয় সংসদ সদস্য (এমপি)
৩. জেলা প্রশাসক (ডিসি)
৪. এলজিইডি অফিস

আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর কোর টিম এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের দ্বারা সেই অফিসগুলির সাথে অ্যাডভোকেসি এবং লবিং করা শুর করে। কিন্তু নির্ধারিত সড়কটি পৌর এলাকার আওতাধীন হওয়ায় পৌরসভার পরিবর্তে কোনো প্রতিষ্ঠান কাজ করতে পারবে না বলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা জানায়। পরে সিরাজগঞ্জ পৌরসভার মাননীয় মেয়র ৮ম সংলাপের মাধ্যমে আবেদনটি অনুমোদন করেন (২৪/১১/২০২১) এবং ১২ তম সংলাপের মাধ্যমে (২০/০২/২০২২) রাস্তা নির্মাণ কাজের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। তিনি ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে (ওয়ার্ড-১৪) রাস্তা নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং ৭০ ফুট রাস্তা নির্মাণ সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

মূল ফলাফল

স্থানীয় কমিউনিটির উপর ইতিবাচক প্রভাব:

- রাস্তা নির্মাণের ফলে বস্তির বাসিন্দারা সহজে চলাচল করতে পারে। এটি শিশু, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বয়স্ক ব্যক্তি এবং গর্ভবতী মহিলাদের নিরাপদ চলাচলে সহায়তা করে আর্থ-সামাজিকভাবে উন্নতি করেছে।
- এখন শিশুরা নিয়মিত স্কুলে যেতে পারে এবং অভিভাবকদের তাদের সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তা করতে হয় না।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সহজেই তাদের পণ্য পরিবহন করতে পারে। পণ্য এবং উপকরণ বহন সহজ এবং খরচ কম হয়।
- অসুস্থ ব্যক্তিদের চলাচলও সহজ হয়েছে এবং সময়মতো ডাক্তার বা চিকিৎসা সেবা পেতে পারেন।

রাস্তায় নির্বিঘ্নে চলাচলের জন্য মাটি ভরাট কাজের উদ্বোধন করছেন সিরাজগঞ্জ পৌরসভার মেয়র

মাটি ভরাট হওয়ার পর দৃশ্যমান রাস্তা

বন্যা প্লাবিত এলাকায় চলাচলের জন্য বাঁশের সাঁকো নির্মাণ

সংলাপের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ চিহ্নিত করা হচ্ছে

অধ্যায়-৪

শিখন ও সুপারিশ

কমিউনিটি সোশ্যাল ল্যাব প্রকল্পের বাস্তবায়নের সময়, মূল দল, স্বেচ্ছাসেবক দল এবং প্রকল্প কর্মীরা ধারণালব্ধ বিশদ জ্ঞান অর্জন করেছে যা তাদের নিজ নিজ এলাকায় সোসাল ল্যাব স্থাপনে আগ্রহীদের সহায়তা করবে। এই শিক্ষার উপর ভিত্তি করে, নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি প্রদান করা হয়:

১. অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিতে দায়িত্ব ও করণীয়:

- অংশীদারদের সক্রিয়ভাবে সামাজিক সমতা এবং কমিউনিটির সম্পৃক্ততা প্রচারের উপর গুরুত্ব দেওয়াসহ সোশ্যাল ল্যাব প্রক্রিয়ায় অবদান রাখতে ক্ষমতায়ন করা।
- সোশ্যাল ল্যাবে কাউন্সিলরদের সংযুক্ত করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাদের ভূমিকা, উৎসাহ, প্রেরনা এবং তত্ত্বাবোধন স্বেচ্ছাসেবগণকে সোশ্যাল ল্যাব পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে। অতএব, কাউন্সিলরদের সোশ্যাল ল্যাব কার্যক্রমের শুরু থেকেই জড়িত করা প্রয়োজন।
- কোর টিমের সদস্যগণের সহযোগীতায় কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যগণের নের্তৃত্বে সংলাপগুলো পরিচালিত হবে। এর মাধ্যমে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যগণের মাঝে নেতৃত্ব দেয়ার সক্ষমতা তৈরি হবে যার ফলে তারা নিজেরাই নিজেদের কমিউনিটির সমস্যাগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর নিজেরাই সমাধান করতে পারবে।
- ডিএসএস, ডিডব্লিউএ, ডিওয়াইডি, জন্ম নিবন্ধন বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা, ডিওএল ইত্যাদির মতো যেসব বিভাগ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচী অথবা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করে থাকে সেসব বিভাগের সদস্যদের কোর টিমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এছাড়াও, যখনই প্রয়োজন হবে কোর টিম বা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যরা সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা তৈরির প্রক্রিয়ায় সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে বিশেষজ্ঞদেরকে আমন্ত্রণ জানাতে পারবে।
- সোশ্যাল ল্যাব টিকিয়ে রাখার জন্য, সোশ্যাল ল্যাব কার্যক্রম - সরকারী বিভাগ, আইএনজিও/এনজিও অথবা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের দ্বারা পৃথকভাবে বা যৌথভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২. পর্যাপ্ত তহবিল ব্যবস্থা সচল করা

- এটি সুপারিশ করা হয়ছে যে সংলাপের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। মূল দল এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নিয়মিত অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে তাদের জন্য ভ্রমণ ভাতা করা দরকার।
- টেকসই নগর উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন অর্থায়নের মডেলযেমন জনহিতকর অবদান এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব অন্বেষণ করুন ।

৩. ডেটা ট্র্যাক এবং প্রভাব পরিমাপ করুন

- কমিউনিটির সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে, শিখন ভাগাভাগি করতে এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য নিয়মিত পর্যালোচনা সেশন অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন।

- একটি কমিউনিটি ডাটাবেস তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনুপ্রাণিত স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ডিএসএস, ডিডব্লিউএ,ডিওয়াইডি, ডিওএল, এবং সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভার মতো বিভাগগুলিতে সরবরাহ করার জন্য সাধারণ কমিউনিটি প্রোফাইলের একটি বিস্তৃত ডাটাবেস থাকা উচিত। যার মধ্যে বাসিন্দাদের প্রাথমিক তথ্য, সুযোগ-সুবিধা এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং অগ্রগতি ও বিকাশ ইত্যাদি উল্ল্যেখ থাকবে।

উপসংহার:

বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য সোশ্যাল ল্যাব একটি অত্যন্ত কার্যকর অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। সোশ্যাল ল্যাব মুলতঃ কমিউনিটি এবং অংশীদারদের অন্তর্ভূক্ত করে জটিল সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করে। তিনটি পর্যায় অনুসরণ করে- প্রস্তুতিমূলক পর্যায়, বাস্তবায়ন পর্যায়, এবং ফলো-আপ পর্যায় - এবং একটি টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সমস্যা-সমাধান প্রক্রিয়ার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কমিউনিটিগুলো তাদের নিজস্ব ভাগ্য গঠনের এবং নিজেদের সরাসরি প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্তের উপর ফলপ্রসু প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

এই পদ্ধতিটি শুধুমাত্র কমিউনিটির সদস্যদের এবং বিভিন্ন সরকারী দপ্তর এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থার (আইএনজিও) প্রতিনিধিদের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক এবং সংযোগই বৃদ্ধি করে না, এটি অন্যান্য পাড়া এবং কমিউনিটির উপর একটি ইতিবাচক প্রভাবও তৈরি করে। টেকসই সোশ্যাল ল্যাব প্রতিষ্ঠা সময়ের দাবি, আন্তরিক প্রচেষ্টার সমন্বয়ে সোশ্যাল ল্যাব এর অব্যাহত অস্তিত্ব এবং বিবর্তন নিশ্চিত করতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত অর্থবহ এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করবে।

সংযোজন

সংযোজন ১-৪:

সংযোজন -১: সোশ্যাল ল্যাব এর কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ/ কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনের নির্দেশিকা

পটভূমি:

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনকে দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে বড় ভবিষ্যত ঝুঁকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৪০ টি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ কারণে ইতিমধ্যেই ৬০ লাখ মানুষ স্থানান্তরিত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরে অন্য অঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হওয়া মানুষের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা দীর্ঘমেয়াদে সামাজিক স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করতে পারে। পরিবর্তিত জীবনযাত্রার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বাংলাদেশের দরিদ্র এবং দুর্বল পরিবার গুলোর একটি প্রধান কৌশল হল অভিবাসন। যদি অভিবাসীরা মৌলিক পরিষেবা এবং আয়ের সুযোগ ছাড়াই সামান্য সহযোগিতা এবং অপর্যাপ্ত অবকাঠামোসহ শহুরে বস্তিতে বাস করতে বাধ্য হয় তাহলে এই অভিবাসন তীব্র নাজুক অবস্থাকে আরো নাজুক করে তুলতে পারে। যদিও অভিবাসন সিদ্ধান্তের পিছনে অনেক কারণ থাকে। জলবায়ু এবং আবহাওয়া-সম্পর্কিত জোড়ালো উপাদানগুলো অভিবাসনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশে জলবায়ু অভিবাসীদের জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতির জন্য তেমন কোন কার্যকরী পদক্ষেপ দেখা যায়নি।

উপরোক্ত পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতে, জিআইজেড বাংলাদেশের রাজশাহী, খুলনা এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এবং সাতক্ষীরা এবং সিরাজগঞ্জ পৌরসভায় বিকল্প জীবিকার মাধ্যমে নির্বাচিত বস্তি/ হটস্পটে জলবায়ু অভিবাসী এবং দরিদ্রদের জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতির জন্যে একটি উদ্যেগ নিয়েছে।

ইউএমআইএমসিসি/ইউএমএমএল প্রকল্পের অধীনে বস্তিবাসিন্দাদের জীবন-মানের উন্নয়নের জন্য সোসাল ল্যাব নামক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিটি সোসাল ল্যাবে ৬জন করে কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক নিবাচন করা হবে। এবং পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি কোর কমিটি গঠন করা হবে। টেকসই পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াটি সহজতর করার জন্য কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের সদস্য/কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক এবং কোর টিম সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

ক. কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ (সিএসজি)/কমিউনিটি ভলান্টিয়ার্স (সিভি) এর সামগ্রিক উদ্দেশ্য:

টেকসই উপায়ে পুরো প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করার জন্য পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত স্থানগুলো থেকে উপযুক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচন করা নির্দেশিকাটির সামগ্রিক উদ্দেশ্য হল ।

সুতরাং, নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল:

১. কমিউনিটির মানুষ এবং অংশীদারদের (এলজিআই, ডিএসএস, সিডিসির) সক্রিয় সম্পৃক্ততা এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি বস্তির বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতি করতে।

২. কর্ম লক্ষ্য অর্জনের জন্য কমিউনিটির লোকেদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এটির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে।

৩. নির্বাচিত স্থানগুলোর সমস্যাগুলো মোকাবেলা করা এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এটি সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে এডভোকেসি করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে।

খ. কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ (সিজিএস)/কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকদের কাজের পরিধি:

১. কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ/কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকরা কমিউনিটির মানুষদের বিশেষ করে জলবায়ু অভিবাসী, সামাজিক সমস্যা এবং অধিকার সম্পর্কে কমিউনিটির দরিদ্র এবং দুর্বল মানুষদের মাঝে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য প্রচেষ্টা চালাবে।

২. কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ/কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকরা পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন, ডিএসএস, সিডিসি, সমমনা সরকারী বিভাগ, উন্নয়ন সংস্থা ইত্যাদি অংশীদারদের মধ্যে একটি শক্তিশালী সেতুবন্ধন তৈরি করার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালাবে যাতে ইতিবাচকভাবে তাদের সমস্যাগুলো মোকাবেলা এবং সমাধান করা যায়।

৩. কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ/কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকরা সঠিক সরঞ্জাম এবং কৌশল ব্যবহার করে বস্তি স্তরে উপযুক্ত চ্যালেঞ্জ এবং সমাধানের ব্যবস্থা চিহ্নিত করার জন্য জোরালো প্রচেষ্টা চালাবে।

৪. কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ/কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকরা দায়িত্ব বজায় রাখার জন্য কমিউনিটির লোকদের অংশীদারিত্ব এবং নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবে।

৫. কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ/কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকরা কোর কমিটির সাথে একত্রে সোশ্যাল সার্ভিস ডেলিভারি সিস্টেম/প্রক্রিয়া সম্পর্কিত কমিউনিটির বাসিন্দাদের থেকে উত্থাপিত সমস্যাগুলোর উপর ইতিবাচকভাবে কাজ চালিয়ে যাবে।

৬. কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ/কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকরা সংশ্লিষ্ট কমিউনিটিতে জলবায়ু অভিবাসী, দরিদ্র মানুষদের সমস্যা সমাধানের জন্য সম্মিলিতভাবে দাবী উপস্থাপন করতে সহায়তা করবে।

৭. কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ/কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকরা চিহ্নিত সমস্যা নিয়ে পরামর্শ করার জন্য এবং এটি সমাধানের উপায় খুঁজে বের করাতে এলজিআই, ডিএসএস, সিডিসি, কমিউনিটির মানুষ, সংশ্লিষ্ট অংশীদার এবং কোর কমিটির সাথে কার্যকরভাবে যোগাযোগ বজায় রাখবে।

গ. সিএসজি/সিভি সদস্যদের নির্বাচনের মানদণ্ড:

১. সমাজে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে বিশেষ করে যারা সিডিসি এবং ইউএমআইএমসিসি/ ইউএমএমএল প্রকল্পের সাথে জড়িত এমন ব্যক্তি।

২. সামাজিক কাজে আগ্রহী এবং যাদের স্বেচ্ছায় সেবা প্রদানের মানসিকতা আছে এমন ব্যক্তি।

৩. যাদের নেতৃত্বের গুণ রয়েছে।

৪. তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে নির্বাচিত এলাকায় বসবাস করছে এমন ব্যক্তি।

ঘ. কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ/ কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠনের জন্য নির্দেশাবলী:

১. নির্বাচিত এলাকার উপর ভিত্তি করে একটি একক বা একাধিক সংস্থা হিসাবে কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ/ কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করতে হবে।

২. কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ/ কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক দল কমিউনিটির পক্ষে একটি "কমিউনিটি প্ল্যাটফর্ম বা সম্মিলিত ভয়েস" হিসাবে কাজ করবে।

৩. কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ/ কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক দল নির্বাচিত এলাকা থেকে ৬ সদস্য নিয়ে গঠিত হবে।

৪. গ্রুপের প্রতিটি সদস্যকে প্রদত্ত নির্বাচনের মানদণ্ড অনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে।

৫. কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপের গঠন নিম্নরূপ হতে পারে:

ক্রমিক নং	পদের নাম	সদস্য সংখ্যা	মন্তব্য
০১	সভাপতি	০১	
০২	সহ-সভাপতি	০১	
০৩	সচিব/সদস্য সচিব	০১	
০৪	যুগ্ম সচিব	০১	
০৫	সাধারণ সদস্য	০২	
মোট		০৬	

৬. গঠনের পর সিএসজি/সিভি-এর প্রতিটি সদস্যকে সোশ্যাল ল্যাবের প্রক্রিয়া বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

৭. সমস্ত ধরণের প্রশিক্ষণ, কর্মশালা এবং সভা স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা বজায় রেখে একটি উপযুক্ত স্থানে পরিচালিত হবে।

৮. প্রশিক্ষণ, কর্মশালা এবং সভা সোশ্যাল ল্যাব প্রকল্প দলের সহায়তায় পরিচালিত হবে।

৯. নিয়মিত মাসিক মিটিং সিএসজি/সিভি -এর জন্য নির্দিষ্ট এজেন্ডাসহ পরিচালনা করতে হবে এবং সভার কার্যবিবরণী রেকর্ড করার জন্য একটি বাধ্যতামূলক রেজিস্টার বজায় রাখতে হবে।

১০. কোন প্রশিক্ষণ বা কর্মশালা পরিচালনা করার আগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পানীয় জল, বসার ব্যবস্থা রাখাসহ ভেন্যু পরীক্ষা করে নিতে হবে। কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট ফোকাল পারসন এর জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী থাকবেন।

১১. সিএসজি/সিভি -এর প্রতিটি সদস্যকে কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা আগে মিটিং, প্রশিক্ষণ বা কর্মশালার বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে অবহিত করুন।

১২. দলের সদস্যদের সুবিধা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ বা কর্মশালার তারিখ এবং সময় নির্ধারণ করা।

১৩. সিএসজি/সিভি-এর সদস্যদের প্রশিক্ষণের সময় কমিউনিটির লোকদের জন্য তৈরি করা প্রশিক্ষণ মডিউল অনুসরণ করতে হবে।

১৪. প্রতিটি প্রশিক্ষণের পরে অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিতে হবে এবং মাসিক সভার জন্য একই রেজিস্টারে রেকর্ড করতে হবে।

১৫. পোস্টার, স্টিকার, লিফলেট ইত্যাদি প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

১৬. প্রতিটি প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সংলাপ, সভা ইত্যাদির জন্য আয়োজকদের টেমপ্লেট বা নমুনা অনুযায়ী একটি উপস্থিতি শীট বজায় রাখতে হবে।

১৭. প্রতিটি প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সংলাপ, সভা এবং ইত্যাদির জন্য অংশগ্রহণকারীদের লিখিত সম্মতিতে ছবি তুলতে হবে।

১৮. কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ/কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের আইডি কার্ড, ব্যাগ, ছাতা, প্যাড, কলম এবং আইইসি উপকরণ সরবরাহ করা যেতে পারে।

১৯. যদি নির্বাচিত এলাকায় কোনো বিশেষ উদ্যোগ চিহ্নিত করা হয় তবে তা অগ্রাধিকারের সাথে বিবেচনায় নেওয়া দরকার।

সংযোজন-২: প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরির নমুনা

প্রকল্প প্রস্তাবনার নমুনা

১. প্রস্তাবিত প্রকল্পের নাম:

২. প্রকল্প জমা দেওয়ার বিভাগ বা প্রতিষ্ঠান:

৩. অনুমোদন কর্তৃপক্ষের ঠিকানা:

৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

৫. সুবিধাভোগীর সংখ্যা:

৬. প্রকল্পের বাজেট:

৭. প্রকল্পের যৌক্তিকতা:

৮. প্রকল্পের কাজসমূহ:

৯. প্রকল্পের ফলাফল:

আবেদনকারী/উপভোগীদের বাসিন্দাদের স্বাক্ষর
স্বেচ্ছাসেবকরা / মূল দল
উপাধি:
ঠিকানা:

সংযোজন-৩: আর্থিক খরচের পরিকল্পনা / বাজেট নমুনাাা

ক্রমিক নং	বিশেষ/ উপকরণ	পরিমাণ	ইউনিট	ইউনিট খরচ	মোট খরচ	মন্তব্য

সংযোজন-৪: ওয়ার্ড.....এর ১ম সংলাপের রিপোর্ট, বস্তির নাম..... শহর.....

ভেন্যুঃ ..... তারিখ:.....

সংলাপের ছবি

ভূমিকা:

সংলাপের আলোচ্যসূচি:

১. ভূমিকা, পরিচয় ও উদ্দেশ্য উদ্বোধন।

২. প্রশিক্ষণ এবং পিয়ার টু পিয়ার সেশন শেয়ারিং

৩. সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং অগ্রাধিকার

৪.উন্মুক্ত আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ

৫. সমাপনি

৩. ছকের নমুনা: .....

ক্রমিক নং	সমস্যার নাম	সমস্যার কারণ	নিদিষ্ট স্থান
০১			
০২			
০৩			
০৪			
০৫			
০৬			
০৭			
০৮			

অগ্রাধিকার.....

ক্রমিক নং	সমস্যার নাম	সমস্যার কারণ	স্কোর
০১			১ম
০২			২য়
০৩			৩য়
০৪			৪র্থ
০৫			৫ম

মূল দল এবং স্বেচ্ছাসেবকদের মতামত:

সিদ্ধান্ত:

১.....

২.....